NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দেশভাগের সময় থেকেই ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল: আখতারুজ্জামান

কংগ্রেসে যোগ দিলেন দিল্লির আপ বিধায়ক আব্দুল রহমান ৭

কলকাতা ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.12.2024, Vol.18, Issue No. 181 8 Pages, Price 3.00

বিজেপি নেতাকে মারল মাওবাদীরা

■ পর পর প্রত্যাঘাত। কদিন আগে পুলিশের 'চর' সন্দেহে এক মহিলাকে হত্যার পর এবার বিজেপি নেতাকে খুন করে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিল মাওবাদীরা। বছর পয়ত্রিশের নিহত গেরুয়া নেতার নাম কুদিয়াম মাঢ়ো। তাঁকে 'পুলিশের চর' সন্দেহে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ড চালানোর পর কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং 'পুলিশের চর'দের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি লিফলেট ছড়িয়ে যায় মাওবাদীরা।

স্কুলছুট ১১.৭০ লক্ষ

■ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। এমনই তথ্য মিলছে লোকসভায়। আর স্কুলছুটের নিরিখে দেশের মধ্যে শীর্ষে বিজেপি শাসিত যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ। সোমবার লোকসভায় যে তথ্য মিলেছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানা গিয়েছে, ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরের প্রথম আট মাসে সারা দেশে ১১.৭০ লক্ষেরও বেশি শিশু স্কুলছুট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ প্রথম। সংসদে একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরি বলেছেন, যে এই ধরনের স্কুলছুট শিশুর সংখ্যা সর্বাধিক উত্তরপ্রদেশে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই রাজ্যগুলির সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প এবং ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই।

চাপ বাড়াল সংঘ

■ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিতে মোদি সরকারের উপর চাপ বাড়াল আরএসএস। কেন্দ্রকে সংঘের বার্তা, বাংলাদেশে মন্দির পুড়ছে, মহিলারা নির্যাতিত। লাগাতার এই ঘটনার পর শুধু নিন্দা ও ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা যথেষ্ট নয়। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সংঘ মনে করছে, হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা দেওয়া হচ্ছে না।

সরব শিক্ষামন্ত্রী

■ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার বিধানসভায় ভবানীপুর গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বিলের ওপর আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন রাজ্যপালের অযাচিত হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাদের শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। ৩৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশের পরেও রাজ্যপাল এই নিয়ে অযথা কাল বিলম্ব করছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

অক্ষয় তৃতীয়াতেই উদ্বোধন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের

ট্রাস্টি বোর্ডে ইসকন থেকে সনাতনীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাজ প্রায় শেষের পথে। আর মাস তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে দিঘার নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের কাজ। এরপর আগামী বছরের অক্ষয়া তৃতীয়ায়, মানে ৩০ এপ্রিল, মন্দিরে উদ্বোধন হবে বলে বুধবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মন্দির উদ্বোধনের পর এবার থেকে শুরু হবে রথযাত্রা। প্রশাসন সূত্রে খবর, মোট ২০ একর জায়গায় তৈরি হয়েছে এই মন্দির।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, এবারের রথযাত্রার সূচনা তিনি করবেন বলে। প্রতি বছর কলকাতার ইসকন মন্দিরে রথযাত্রার সূচনা করেন তিনি। এবার থাকবেন দিঘার মন্দিরে। কলকাতার ইসকনে যাবেন উল্টোরথের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। শুধু তাই নয়, রথযাত্রা শুরুর আগে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয় পুরীতে। এখানেও তা হবে। আর এই সোনার ঝাড়ুর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ৫ লাখ টাকা দেবেন। সরকারি কোষাগার নয়, তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকেই এই অর্থ দেবেন বলে মমতা জানান ।

২০১৯ সালে মমতা প্রথম জানান, দিঘায় এই জগন্নাথ মন্দির তৈরি হবে। করোনার সময় সেই প্রক্রিয়া খানিক ধাক্কা খায়। এরপর ফের মন্দিরের কাজ শুরু হয়। কাজ কতটা হল তা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বিকেলেই দিঘায় পৌঁছে যান মমতা। এরপর বুধবার দীর্ঘ সময় ধরে মন্দিরের বিভিন্ন অংশের কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা জানান, মন্দিরের বাকি থাকা কাজ শেষ করতে এবং মন্দির পরিচালন করতে একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি করেছে সরকার। তাতে মোট ১৩ জন সদস্য থাকছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে অবশ্য এই বোর্ডে থাকছেন না। এই ১৩ জনের মধ্যে পুরীর মন্দিরের পাঁচ প্রতিনিধি থাকবেন। আরও চারজন থাকছেন সনাতনী প্রতিনিধি হিসেবে। এর পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডের নেতৃত্বে থাকবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

তাছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদেরও ট্রাস্টি বোর্ডে রাখা হয়েছে বলে মমতা জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আগামী দিনে সারা ভারতের পর্যটক এবং ভক্তদের আলাদা করে নজর কাড়বে পুরীর আদলে তৈরি এই মন্দির। যদিও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের তুলনা টানতে নারাজ তিনি। তাঁর কথায়, 'ওটা রাজাদের সময়কার। এটা সরকার করেছে। ভোগঘর, স্টোর রুম, গেস্ট রুম আলাদা আছে। সেলফ হেল্প গ্রুপের মেয়েদের ব্যবসা করার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।' মন্দিরের কোথায় কী থাকবে তাও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানন, মন্দিরের প্রবেশদ্বারে চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি মূর্তি থাকবে। আর ওই প্রবেশদ্বারের নাম হবে চৈতন্যদ্বার জগন্নাথ ধাম। তাছাড়া পুরীর মন্দিরের মতো প্রতিদিন ধ্বজা তোলার ব্যবস্থাও থাকবে। নিরাপত্তার দিকটা মাথায় রেখে পুলিশ পোস্ট হবে। মন্দির চত্বরে বাংলার গজা থেকে শুরু করে গুজিয়া এবং প্যাঁড়া পাওয়া যাবে বলে মমতা জানান । মুখ্যমন্ত্রীর আশা, 'আগামী কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলার সমুদ্রতীরে অন্যতম তীর্থধাম হবে এই জগন্নাথ মন্দির।' পুরো কাজের জন্য হিডকোকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যনন্ত্রী। তিনি আরও জানান, ওই জায়গায় পুলিশ পোস্ট, রথ রাখার জায়গা ইত্যাদি তৈরি হবে। কয়েকটি অতিথি নিবাস থাকবে পুরোহিতদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এখানে আমি কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চাই না। আমি কিন্তু ট্রাস্টির মেম্বার নই। এখানে যা করছি স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে করছি। বাকিটা ট্রাস্টির সদস্যেরা করবেন।'

চিন্ময়কৃষ্ণের জামিনের মামলা এগিয়ে আনার আবেদন খারিজ চট্টগ্রামে

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর: চট্টগ্রামের আদালতে সংখ্যালঘু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনের মামলাটি এগিয়ে আনার আবেদনের শুনানিই হল না। খারিজ করে দেওয়া হল আবেদন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম বিডি নিউজ ২৪ জানিয়েছে, চিন্ময়ের মামলা এগিয়ে আনার জন্য আবেদন করেছিলেন এক আইনজীবী। ঢাকা থেকে যান চট্টগ্রামে। কিন্তু তাঁর আবেদনের কোনও শুনানিই হয়নি বুধবার। শুনানির আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী আইনজীবীর অভিযোগ, চট্টগ্রামের কোর্টে বাকি আইনজীবীরা তাঁর আবেদনের বিরোধিতা করেছেন এবং বিচারকের সামনে সম্মিলিত ভাবে চিৎকার করে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা দিয়েছেন। যদিও বাধা দেওয়ার কথা স্বীকার করেননি কোনও আইনজীবী। অভিযোগ, ঢাকা থেকে যে আইনজীবী চিন্ময়কৃষ্ণের মামলার শুনানির জন্য গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ওকালতনামা ছিল না। সেই কারণে আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে চিন্ময়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খারিজ হয়ে গিয়েছে তাঁর জামিনের আবেদন। ডিসেম্বরের শুরুতে চিন্ময়কৃষ্ণের মামলাটি আদালতে উঠলেও নিজের পক্ষে কোনও আইনজীবীকে পাননি বাংলাদেশ ইসকনের প্রাক্তন সদস্য তথা সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র। তাঁর মামলাটি এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। আবার জানুয়ারি মাসে এই সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে চট্টগ্রামের আদালত। সেই শুনানি

এগিয়ে আনার জন্য নতুন করে আবেদন করেছিলেন আইনজীবী।

চিন্ময়কৃষ্ণের জামিন সংক্রান্ত আবেদন নিয়ে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। তিনি বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের চেয়ারম্যান। চট্টগ্রামের আদালতে মোট তিনটি আবেদন জানান তিনি। যে মামলায় চিন্ময়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই মামলায় তাঁর পক্ষে আইনজীবী হিসাবে লড়ার জন্য আবেদন করেন। পাশাপাশি, চিন্ময়ের জামিনের মামলাটির শুনানি এগিয়ে আনার আবেদনও করেন। তাঁর কথায়, 'চিন্ময়কৃষ্ণের হয়ে এখানকার কোনও আইনজীবী লড়তে চাইছেন না। আমি আবেদন করেছিলেন। বিচারক তা মঞ্জুর করতে চাইছিলেন। কিন্তু সে সময়ে আদালত কক্ষে শতাধিক আইনজীবী আমার বিরোধিতায় চিৎকার করতে থাকেন। আমার আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে।'

চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের সরকারি আইনজীবী মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, 'আবেদনকারী আইনজীবীর কোনও ওকালতনামা নেই। আসামির পক্ষে ওকালতনামা না-থাকায় তাঁর আবেদন গৃহীত হয়নি।' ওকালতনামা না-থাকা প্রসঙ্গে আইনজীবী ঘোষ বলেন, 'আমি সিনিয়র আইনজীবী। নিজে স্বাক্ষর করে শুনানির জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি দুঃখজনক।' উল্লেখ্য, চিন্ময়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে বাংলাদেশের একাংশে অশান্তি ছড়িয়েছে। চট্টগ্রাম, রংপুরের মতো এলাকায় গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এবং সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবিতে পথে নেমেছিলেন সংখ্যালঘুরা। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতও, যার ফলে দুই দেশের সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা এবং ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠিয়েছিল ঢাকা। ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ঢাকায় গিয়ে বৈঠকও করেছেন মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে। সেই আবহে চিন্ময়ের জামিনের মামলা এগিয়ে আনার আবেদনও খারিজ হয়ে গেল।

কোস্ট গার্ডের জালে ৭৮ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-বাংলাদেশ টানাপোড়েনের আবহে ভারতীয় উপকূলরক্ষা বাহিনীর হাতে আটক ৭৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। জলসীমা অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুটি বাংলাদেশি ট্রলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ৭৯ জন মৎস্যজীবীকে আটকে রেখেছে বাংলাদেশ। তাঁদের আইনি সাহায্য দেওয়া হলেও এখনও মুক্তি দেয়নি ঢাকা। এর মধ্যেই ৭৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করা হল। এদিন ভারতীয় উপকূলরক্ষা বাহিনীর তরফে এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়েছে, 'ভারতীয় জলসীমায় অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে একটি অভিযান চালিয়ে দুটি ট্রলার-সহ ৭৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়েছে। ট্রলার দুটি পারাদ্বীপের কাছে আনা হয়েছে।' বাজেয়াপ্ত ট্রলার দুটি হল

এফ ভি লায়লা-২ এবং এফ বি মেঘনা-৫। একাধিক ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ভারতীয় উপকূলরক্ষা বাহিনীর তরফে। একটি ছবিতে গিয়েছে, আটক ট্রলারে হাত মাথার পেছনে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা। তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভারতীয় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা। আরেকটি ছবিতে সাগরে বাংলাদেশের দুটি ট্রলার চলতে দেখা গিয়েছে, তৃতীয় ছবিটি ছিল জেটিতে ট্রলার দুটি আনার। বাজেয়াপ্ত ট্রলার দুটি সিঅ্যান্ডএফ অ্যাগ্রো লিমিটেডের মালিকানাধীন। ইতিমধ্যে ট্রলার দুটি উদ্ধারে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার এবং সিঅ্যান্ডএফ অ্যাগ্রো লিমিটেড।

বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের উপরই আস্থা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলাদেশের অশান্তিকে হাতিয়ার করে বাংলাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে', দিঘা থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো বেশ কিছু ভিডিও ছড়িয়েছে বলেও দাবি করলেন তিনি। সেগুলোকে ব্যবহার করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে বলেও মন্তব্য করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু যারা ফিরতে চান, বর্ডার খোলাই রয়েছে, ভিসাও পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাঁরা যেন দ্রুত ফিরে আসেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, এদিন ফের তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। বুধবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেন্দ্রের আওতায়। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা ভারত সরকার নেবে। ইতিমধ্যেই প্রতিনিধিও পাঠানো হয়েছে। দু-দেশের বৈঠকও হয়েছে। এর পরই মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলাদেশের অশান্তিকে হাতিয়ার করে বাংলাকেও উত্তপ্ত করার চেষ্টা চলছে। সোশাল মিডিয়ায় ফেক ভিডিও ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন। বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে একদল। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'হিন্দুদের উপর নির্যাতন কখনই মেনে নেব না। ভারত সরকার ব্যবস্থা করছে। বর্ডারগুলো খোলাই রয়েছে। ভিসাও পাওয়া যাচ্ছে। যারা আক্রান্ত তাঁরা বাংলায় চলে আসুন।'

বুধবার ছিল মরশুমের শীতলতম দিন, সপ্তাহান্তে আরও ঠাণ্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবারই ছিল মরশুমের শীতলতম দিন। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ ঢাকল ঘন কুয়াশায়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এক ধাক্কায় ২ ডিগ্রি কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বুধবার নামে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়েছে দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। কুয়াশার চাদরে ঢাকবে দক্ষিণের তিন জেলাও। আগামী দু'দিনে পাল্লা দিয়ে কমবে রাতের তাপমাত্রা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, চলতি সপ্তাহের শেষে ১৫ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলবে কলকাতার পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচেও নেমে যেতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপটি ক্রমে পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে শ্রীলঙ্কা উপকূলের গা ঘেঁষে তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে এগোবে। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অবাধ উত্তুরে হাওয়ার দাপটে পারদ নামবে। দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর। বুধবার থেকেই

পারদপতন হবে রাজ্যে। শনিবার শীতের আমেজ অনেকটাই বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কোথাও কোথাও জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার পর থেকে আগামী তিন দিন গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে আলিপুর।

আপাতত রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার চাদর থাকতে পারে বঙ্গের সাত জেলায়। তবে কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলায়। কমতে পারে দৃশ্যমানতাও। পাশাপাশি, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানেও দু'-এক জায়গায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গেও আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। উত্তরবঙ্গের চার জেলাতেও ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর। দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ১৯৯ মিটার থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। সে জন্য সকালের দিকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে কুয়াশার হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। সকালের দিকে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা মঙ্গলবারের তুলনায় প্রায় ২ ডিগ্রি কম। মঙ্গলবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য এলাকাতেও বুধের সকালে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে। দমদমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৩ ডিগ্রি। এ ছাড়া, ঝাড়গ্রামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.০ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ১৪.০ ডিগ্রি, শ্রীনিকেতনে ১১.৮ ডিগ্রি, কৃষ্ণনগরে ১৩.০ ডিগ্রি, বর্ধমানে ১২.০ ডিগ্রি, উলুবেড়িয়ায় ১৩.৫ ডিগ্রি এবং বাঁকুড়ায় ১৩.৬ ডিগ্রি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৩০৯ নং এফিডেভিট বলে Payel Sen D/o. Sankar Sen ও Bristi Sen (Nick Name) D/o. Sankar Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Pabitra Banik S/o. Bhim Banik ও Pabibrata Banik S/o. B. Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Shatadru Kumar Seal (old name) S/o. Kumar Seal, R/o. P.C. Seal Road, (Taldanga), Nuri Para South, Chadannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shatadru Seal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shatadru Kumar Seal & Shatadru Seal S/o. Kumar Seal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ ই ডিসেম্বর, ২৬ শে অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ী দের নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(মৎস্য দ্বাদশী তিথি মুহূর্ত। দেবর্ষি শ্রী নারদ জন্মের তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮২১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Raj Sarkar (old name) S/o. Kartik Sarkar, R/o. Purba Pearabagan, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kaushik Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Raj Sarkar & Kaushik Sarkar S/o. Kartik Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Madhumita Biswas D/o. Rupkumar Biswas গত ইং ০১/০৭/২০২৩ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Madhu Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১১/১২/২০২৪ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিট বলে Madhu Bibi ও Madhumita Biswas D/o. Rupkumar Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি ইরা ঘোষ স্বামী- অরুন ঘোষ, পিতা- হঁরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সাং A/01 শ্যামনগর গভঃ কোয়ার্টারস, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগণা। গত ১০/০৪/২০২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস ব্যারাকপুর উত্তর ২৪ পরগনা কোর্টের ১৯৬ নং এফিডেভিট বলে আমি ইরা ঘোষ এবং বুলুরানী ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি জয়ন্তিদাস স্বামী- সিবেন দাস ২৭/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে জয়ন্তি দাস ও জয়ন্তি দাস সরকার উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

১১-১২-২০২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমি মৃনাল কান্তি মল্লিক, নিত্যানন্দ মল্লিক ওরফে মৃনাল কান্তি মল্লিক ওরফে ছটু মল্লিক, পিতা- ঈশ্বর মানিকলাল মল্লিক সকলে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম মৃনাল কান্তি মল্লিক সাধক রাম প্রসাদ সেন রোড, নাজিরা পাড়া কৃষ্ণনগর নদীয়া।

CHANGE OF NAME

I, **MD. SADIQUE** alias **AVINASH CHOWDHARY**, S/o Md. Sakir, residing at 7/1, Semonti Apartment, Naktala Rd., P.S.- Netaji Nagar, P.O. - Naktala, Kolkata- 700047, I have changed my name from MD. SADIQUE to AVINASH CHOWDHARY vide an Affidavit (No.- 63468) sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 27/09/2024. **MD. SADIQUE** and **AVINASH CHOWDHARY** both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anju Devi Goenka, wife of Late Rajkumar Goenka Resident of B-106, 1st Floor, Golden STAR Apartment, Hoodi Bengaluru Karnataka - 560048 Do Hereby declare that I have changed my name from Anju Goenka to Anju Devi Goenka and henceforth I shall be known as Anju Devi Goenka in all Purpose. Vide Affidavit no. 8308 sworn before the Notary Public at Bengaluru on 19/10/2024. Anju Devi Goenka and Anju Goenka both are same and one Identical Person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, **গোলক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, নিমাই কৃষ্ণ চক্রবর্তী**, সর্বপিতা-৺অমিয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, **শীলা ভট্টাচার্য্য**, স্বামী-সুকুমার ভট্টাচার্য্য, **সবিতা ভট্টাচার্য্য**, স্বামী- তড়িৎ কান্তি ভট্টাচার্য্য, **সুমিতা মাজী**, স্বামী- অজিত মাজী, **মৌসুমী আচার্য্য**, স্বামী-লক্ষীকান্ত আচার্য্য, **মহুয়া আচার্য্য**, স্বামী-অবনী আচার্য্য, **পূর্নিমা, চক্রবর্তী**, স্বামী-৺অলোক কৃষ্ণ চক্রবর্তী, **প্রতিমা হাজরা, অপরাজিতা ব্যানার্জ্জী**, স্বামী-দেবাশীষ ব্যানার্জী, **সুবিল কুমার মজুমদার**, পিতা-৺সুশীল মজুমদার, **সঞ্জয় মজুমদার**, ও **সুজয় কুমার মজুমদার** উভয় পিতা- সুবিল মজুমদার, **সুজাতা চক্রবর্তী**, স্বামী- অভিজিত চক্রবর্তী-এর পক্ষে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ইং- ২২.১০.২০১৯ তারিখের Book-IV-330 এবং ইং-05.05.2022 তারিখের Book-I-4747 নং আমমোক্তারনামা মূলে **চন্দন কুমার গুপ্তা**, পিতা- রূপচাঁদ গুপ্তা, আমার মক্কেল **আর্নেষ্ট জন এ্যানথনি**, পিতা-৺এম. এ্যানথনি-কে খড়্গপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ৫১৭৫/২০২৪ নং দলিল মূলে মৌজা- মীরপুর, জে.এল নং-২৪০, দাগ নং-৩৫৮ এর ৫.০৩ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমাকে লিখিতভাবে জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে নতুবা কাহারও কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

অরুন সাঁতরা (এ্যাডভোকেট),
জর্জ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর,
F-3519/3149/2022, ফোন-৭৪৩২৮৮২৪০১

আমমোক্তারনামা

[illegible]

কৌশিক দাস,
এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জজেস কোর্ট, নদীয়া।

: বিজ্ঞপ্তি :

IN THE 1st COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.),
MIDNAPORE
T.S. NO. 661 OF 2016
Sri Asim Kumar Maity & another
..........Plaintiffs
-Vs-
Sri Prankrishna Maity & others
..........Defendants

[illegible]

তপশীল

Within District Paschim Medinipur P.S.- Pingla, Mouza- Dangalsa, J.L. No.- 212, L.R. Khatian Nos. 1431(Old), 14/2, 8/2, 50/1 (New) Plot No.-883 (R.S.), 1069 (L.R.) Measuring in total 01 Decimal, Out of the same Eastern 50%

butted and bounded :-

To the North - Plot number 881 and 882, To the South - Plot number 885 and 884, To the East - Plot number 881, To the West - remaining portion of Suit Plot number 883

আদেশানুসারে,
Supriya Patra, 06.12.2024
Serestadar, 1st Court of Civil Judge(Sr.Div.),
Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

ইতি-শ্রী মনোজ সাউ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার

[illegible]

Laxman Sing (সেরেস্তাদার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

[illegible]

ইতি-শ্রী মনোজ সাউ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া

[illegible]

Soumi Bhattacharya (এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া জজ কোর্ট, হুগলী - ৭১২১০১
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত, হুগলী, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তারনামা

[illegible] নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল প্রশান্ত বাগাল পিতা- ঁহরিপদ বাগাল সাং- বড়গাছিয়া, পোঃ- নালিকুল, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী। উনি ইং ১৩/১১/২০২৪ তারিখে হরিপাল এ.ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৩০৫/২০২৪ নং দলিল মুলে বড়গাছিয়া নিবাসী মায়া হালদার দীগরের নিকট হইতে বড়গাছিয়া মৌজায় সাবেক ৫৬৪ হাল ৬৩১ নং দাগের মধ্যে ১৩.৫০ শতক জমি ইং ২১/০৬/২০২৪ তারিখের রেজিষ্ট্রীকৃত ২৩৩৪ নং আমমোক্তার নামাপত্র দলিল মুলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সুদীপ হালদার মহাশয়ের স্বাক্ষরিত দলিল মুলে উক্ত জমি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তীর দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No- WB-1593/2015

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ১) মাতাল বাগাল, ২) পিন্টু বাগাল, উভয় পিতা- ঁভোলানাথ বাগাল, সাং-কেন্দবনী, পোঃ-কোরকোরা, থানা-বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম, ৩) কল্পনা ঘোষ, স্বামী- দুঁর্গা ঘোষ, সাং- কন্যাডোবা, পোঃ ও থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, ৪) আল্পনা গোয়ালা, শ্যামচরণ গোয়ালা, সাং-খড়িকাবাদ, পোঃ- ভাঁড়ারু, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম এবং ৫) রেবতী বাগাল, স্বামী- পতিত পাবন বাগাল, সাং- চন্দনপুর, পোঃ-সন্দাপাড়া, থানা- বেলপাহাড়ী, জেলা-ঝাড়গ্রাম, তাহাদের দখলীয় জেলা- ঝাড়গ্রাম, থানা- বিনপুর, মৌজা- ঘোড়াইশুলী, জে. এল. নং- ৩৮৬, হাল খতিয়ান নং - ৪৬৫ (ভোলানাথ বাগাল), সাবেক দাগ নং ২৫৯, হাল দাগ নং- ৩১৪ মধ্যে মোট ১০ ডেসিমেল ধানী- চাহারাম ভূমি গত ইংরেজী ০৫/০১/২০২৪ তারিখে শিলদা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩/২৪ নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মনোজ মাহাত, পিতা- সুধীর মাহাত, সাং- সাতবাঁকী, পোঃ ও থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম মহাশয়ের দ্বারা কতক পরিমিত ভূমি মধ্যে গত ইংরেজী ১৫/০৫/২০২৪ তারিখে শিলদা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৬১/২৪ নং বিক্রয় কোবালা মূলে মেথর চন্দ্র দাস, পিতা- ঁভুবন দাস, সাং ও পোঃ- শিলদা, থানা- বিনপুর, জেলা- ঝাড়গ্রাম-এর বারবর এবং গত ইংরেজী ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে শিলদা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৯৮/২৪ নং বিক্রয় কোবালা মূলে ফুলমনী মাহাত, স্বামী- মনোজ মাহাত, সাং- সাতবাঁকী, পোঃ ও থানা- বিনপুর, জেলা ঝাড়গ্রাম-এর বারবর বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন।

অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে। তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রী উত্তম বেজ
উকিলবাবু
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, SEKHA BHATTACHARYA, W/o- Ashok Kumar Bhattacharya, সাকিম- সুভাতলা, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২, বিগত ইং ১১/০৫/ ২০২১ তারিখে এ. ডি. এস. আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-122/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে SHAMIM AKHTAR, S/o- Late Nasir Ahmed , সাকিম-২৪, আর. বি. এস. রোড, চাঁপদানি, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে NIZAMUDDIN KHAN, S/o- Bablu Khan, সাকিম- ১৪০, আর. বি. এস. রোড, শাহী মঞ্জিল, চাঁপদানি, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২ মহাশয়কে I-3376/2021 নং দলিল মূলে০.০৪০ একর বা ২ কাঠা ৭ ছটাক ২০ বর্গফুট বিক্রয় করেন।

ঃঃ তপশীল ঃঃ

জেলা- হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. ০৪, হাল আর.এস. খতিয়ান- ১৫৭৪/ ১, আর.এস. দাগ নং-৪২২৪, হাল এল.আর. খতিয়ান- ১৩৫৭। ১৮১০, ২৭৪৭, এল.আর. দাগ নং- ৪৭৪৬ দাগে শুনা জমি ০.০৪০ একর বা ২ কাঠা ৭ ছটাক ২০ বর্গফুট। অত্র দলিলে বিক্রয় করা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

মহম্মদ আফজল হুসেন
এ্যাডভোকেট
শ্রীরামপুর কোর্ট

।। নোটিশ ।।

আমি সবিতাব্রত ব্রহ্মচারী, আইনজীবি, হলদিয়া আদালত, অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইতেছি যে আমার মক্কেল **রঞ্জিতা মন্ডল**, স্বামী- দেবদাস মণ্ডল, সাকিন - আন্টিলাপাড়া, পোষ্ট- অনন্ত পুর, থানা-শ্যামপুর জেলা- হাওড়া এবং পিন নং-৭১১৩০১ এই ঠিকানার অধিবাসী হইতেছেন। আমার মক্কেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, সুতাহাটা থানার অধীন **দেউলপোতা** মৌজায় (জে.এল. নং ৪৫) তাহার নামিত সমূহ সম্পত্তি গত ইংরাজী ৩রা ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে সম্পাদিত এবং ঐ তারিখে সুতাহাটা এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত- ৭৭ নং আমমোক্তার /Power of Attorney দলিল (যাহার বুক নং - IV, সিডি ভলিউম নং - ১, পেজ নং-৮৮৯ হইতে ৮৯৯) দ্বারা **প্রদীপ কুমার মণ্ডল**, পিতা-ভগবান মণ্ডল, সাকিন দেউলপোতা, পোষ্ট- বাড়বাসুদেবপুর, থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর এবং পিন নং- ৭২১৬৪৫ এর অধিবাসীকে Attorney হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং অত্র দলিল দ্বারা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সমূহ ক্ষমতা সহ অন্যান্য সমূহ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

অত্র আমমোক্তার/Power of Attorney নামা দলিলের ক্ষমতা দ্বারা তাহার /মক্কেলের নামিত সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে তাহার কোন আপত্তি থাকিবে না।

উপরিউক্ত বিষয়টির জন্য কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবহিত করিতে বলা হইতেছে।

তারিখ ১১-১২-২০২৪

গ্রাম- আশদতলিয়া, পোষ্ট ও থানা-সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন নং-৭২১৬৩৫।

Sabitabrata Brahmachari (Advocate),
Haldia Court, Bar Council of West Bengal, En No. WB/1132/2013

PUBLIC NOTICE

My client Tanusree Sarkar W/O Late Kaushik Mitra, has lost Deed of Sale being Deed No 918/1992 of A.D.S.R Raniganj which her father Pranab kumar Sarkar purchased from Nolin Kanta Rouj and lodge G.D.E vide No. 714 dated 10.12.2024 before Lake Town Police Station. Kolkata.

And if anybody has any claim, demand over the owner ship of property as mentioned in aforementioned deed he/she may contact me within 7 days from the date of publication of this notice otherwise no claim will be entertained and right, title, interest over the property of my client will be deemed absolute and forever.

Advocate
Sudip Kumar Sharma
Residential Cum Chamber:-
3 No Mohishila Colony, Near Binapani Free Primary School Ground, P.O Asansol, P.S Asansol(S), Dist Paschim Bardhaman, PIN 713303
Phone No:- 09732048387
Email id. : advsks82@gmail.com
Date:-11.12.2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩০৬৬৯৫১৮

আলুর উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে চলতি বছরে আলুর উৎপাদন বেশ কিছুটা কম হয়েছে। তবে তা রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। বুধবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি সদস্য গোপাল চন্দ্র সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী জানান, ২২ এবং ২৩ সালে রাজ্যে আলু উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। যেখানে চলতি বছরে আলু উৎপন্ন হয়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৩ হাজার মেট্রিকটনের মত। আলু বীজ বপনের মরশুমে অকস্মাৎ প্রবল বৃষ্টির কারণে এবারও আলু চাষ বিঘ্নিত হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে এর প্রভাবে বাজারে আলুর ঘাটতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। পরে বাইরে সাংবাদিকদের শোভনদেব বাবু বলেন রাজ্যে আলুর বাৎসরিক চাহিদা কমবেশি ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। সুতরাং রাজ্যের চাহিদা মেটানোর পরেও আলু অনেকটাই উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা। কিন্তু আলু ব্যবসায়ীদের একাংশের বেশি দামের আশায় হিমঘরে আলু আটকে রাখার প্রবণতায় সমস্যা বাড়ছে। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কঠোর পদক্ষেপ করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন রাজ্যের প্রয়োজন না মিটিয়ে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি করা যাবে না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রেহাই দিতে সুফল বাংলা স্টল থেকে বাজারের তুলনায় কেজিতে ৫ থেকে ৬ টাকা কম দামে আলু বিক্রি করা হচ্ছে।

এছাড়াও আলু চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বিধানসভায় বিস্তারিত তথ্য দেন। তিনি বলেন, 'আলু বীজের জোগান বাইরের রাজ্যের উপর ভরশা না করে পশ্চিমবঙ্গে উন্নত জাতের রোগ মুক্ত বীজ উৎপাদনের জন্য হাইটেক আলু বীজ এবং এপিকাল রুটেড কাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে বীজকন্দ উৎপাদনের প্রক্রিয়া গোটা রাজ্যের ২০টি জেলায় এবছর কাজ শুরু হয়েছে। গত বছরে (২৩-২৪) ১৩ টি জেলাতে সফল ভাবে কাজ করছে।' ব্রিডার থেকে ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশন থেকে উন্নত গুন মানের সার্টিফাইড আলুবীজ তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়াও সময়োপযোগী কৃষি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ও শস্যবিমায় বীমার পুরো প্রিমিয়াম সরকার বহন করবে বলে শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানান।

বিধানসভায় ক্ষোভ পরিষদীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১২ দিনের বিধানসভা অধিবেশনের শেষে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন বিরোধীদের নিজেদের কথা বলা হয়ে গেলে তার উত্তর মন্ত্রীরা কি দিচ্ছেন তা শোনার মতো ধৈর্য তাদের নেই। এছাড়াও অধিবেশন চলা কালিন সকালের দিকের প্রায় ৩০ মিনিট শাসক দলের বিধায়কদের উপস্থিতি কম বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এছাড়াও শাসক বিরোধী মিলেয়ে প্রায় ৯০ জন সদস্য বিধানসভায় কোনো প্রশ্ন উত্তরে অংশগ্রহন করেন নি।সকলের এবিষয়ে শেখা উচিত বলে তিনি সদনে বলেন। পরিষদীয় মন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে আবেদন করেন বিধানসভা চলাকালিন বিধায়কদের প্রশ্ন উত্তর তাদের মাধ্যমে প্রচারিত হলে তারা উৎসাহিত হবেন যা আগে বিধানসভার খবর এক লাইন হলেও থাকত।

বুধবার শেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার চলতি অধিবেশন বুধবার শেষ হয়েছে। প্রথা মাফিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি জানান, চলতি অধিবেশনে ছত্রিশ ঘণ্টারও বেশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। মৌখিক ও লিখিত উত্তরের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের মোট ৩৮২টি প্রশ্ন জমা পড়েছিল।

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রী অম্লান দাশগুপ্ত, জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল, মৌজা : বারাসত, জেএল নং ৭৯, এলআর দাগ নং ২২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ২২৯৯, হোল্ডিং নং ১৫/বি, কৈবত্য পাড়া রোড, থানা : বারাসত, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৪ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা এর মালিক। অবগত করা হচ্ছে যে, দলিল নং ০৩৭৬৪-১৯৭৪ সালের স্থানান্তরিত/ হারিয়ে গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি বারাসত থানায় উল্লেখ্য জি ডি ই নং ২২৮৯ তারিখ ২৬.১১.২০২৪ তারিখে দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট দলিল সম্পর্কে কোনও আপত্তি/দাবি/ খোঁজ পেয়ে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ৮৯৫২
মো : ৯৮৩০২৩৮৮৩৬

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, ২৬ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপালের ভূমিকায় সরব শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার বিধানসভায় ভবানীপুর গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বিলের ওপর আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন রাজ্যপালের অযাচিত হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাদের শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে। ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশের পরেও রাজ্যপাল এই নিয়ে অযথা কাল বিলম্ব করছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ। উল্লেখ্য, বুধবার বিধানসভায় ভবানীপুর গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৪ পেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই সময় শঙ্কর ঘোষ-সহ বিরোধী বিধায়কদের একাংশ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুণমান কমে যাওয়ার অভিযোগ করেন। যার জবাবে পালটা রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসেবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ব্রাত্য বসু।

শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'রাজ্যপাল যেদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে খেলনা বলে মনে করতে শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই অবস্থা হতে শুরু করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তার নির্দেশে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নেতৃত্বে তৈরি এক্সপার্ট কমিটি নাম দেবে।'

বিধানসভায় ব্রাত্য আরও বলেন, 'এক্সপার্ট কমিটির পাঠানো তালিকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী উপাচার্যদের নাম গিয়েছে, তা রাজভবনে পাঠাবেন। এখানে উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপালের কোনও ভূমিকা নেই। রাজ্যপাল শুধু ডাকবাক্স। মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো নামে তিনি শুধু অনুমোদন দেবেন।' তা সত্ত্বেও তিনি অযথা বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। একইসঙ্গে করা নামগুলি অনুমোদন না করে দফায় দফায় অনুমোদন দিচ্ছেন। এই অযথা বিলম্বের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান ভবানীপুরের গুজরাটি এডুকেশন স্যোসাইটি এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি করবে। রাজ্যে ভাষাসংখ্যালঘু পড়ুয়াদের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম। এর আগে বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধীরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি করনের অভিযোগ করেন। রাজ্যে সাম্প্রতিক একাধিক শিক্ষা দুর্নীতির সঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাড় বানাতে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ প্রশ্ন তোলেন। যদিও শিক্ষা মন্ত্রী তাদের যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

সেরা চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পেল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সেরা চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পেল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। সঙ্গে কলেজের তহবিলে জমা পড়ল এক কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান। এখানেই শেষ নয়, কলকাতার স্বনামধন্য বাকি তিন সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে এবার চিকিৎসা গবেষণার ট্রেনিং নিতে হবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এসে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে।

আগামী ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর, তিনদিন দেশের চিকিৎসা গবেষণার প্রধান সংস্থা আইসিএমআর-এর গবেষণা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ চলবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। এমনটাই নির্দেশ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের।

চলতি বছর দিল্লিতে আইসিএমআর-এর তরফে রাজ্যের চার প্রথম সারির মেডিক্যাল রিসার্চ ইউনিটকে ডেকে পাঠানো হয়। ৫টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তাঁদের মূল্যায়ণ করে আইসিএমআর। যেমন, কতগুলি গবেষণা চলছে? কতগুলি গবেষণা সম্পূর্ণ হয়েছে? কতগুলি গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত? কতগুলি বিষয়ে পেটেন্ট মিলেছে বা নতুন প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে? কেন্দ্রের পাঠানো ১.২৫ কোটি টাকা অনুদানের ন্যূনতম ৭০শতাংশ ব্যবহার হয়েছে কিনা? এইসব মূল্যায়ণের পরে জানিয়ে দেওয়া হয়, দশের মধ্যে সাত নম্বর পেয়ে রাজ্যের সেরা চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিক্যাল। দ্বিতীয় স্থানে পিজি হাসপাতাল। চিকিৎসা গবেষণায় উৎসাহ দিতে সারা দেশের ১২৫টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ২০১৪ সালে মেডিক্যাল রিসার্চ ইউনিট প্রকল্প চালু করে কেন্দ্র। ২০১৭ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে চালু হয় এই ইউনিটগুলি। কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পে চিকিৎসা গবেষণার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, তিন বছরে পাঁচ কোটি টাকা অনুদান পাবে।

বাংলাদেশের রিজভির পালটা হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের লাগাতার আক্রমণ, লাগাতার ভারত বিদ্বেষী মন্তব্য বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের। পাল্টা প্রতিরোধের বার্তা ভারতের। এরইমধ্যে ঢাকায় গিয়ে সে দেশে হিন্দুদের নিয়ে কড়া ইউনূস প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়ে এসেছেন ভারতের বিদেশ সচিব। এমতাবস্থায়, শুধু হিন্দু সংগঠন বা বিজেপি নেতারা নন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছেন এপার বাংলার সংখ্যালঘুরাও। ভারতের একমুঠো মাটি নেওয়ার চেষ্টা করলে বাংলাদেশিদের কব্জি কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। পিছিয়ে নেই ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুনের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'আমরা ভারতীয় হিসাবে, বাংলার লোক হিসাবে প্রতিরোধ করব। যোগ্য জবাব দেবে মুর্শিদাবাদের

মানুষ।' আক্রমণ শানিয়েছেন বিএনপি-র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভির বিরুদ্ধে। এই রিজভিকেই কয়েকদিন আগে ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিতে দেখা গিয়েছিল। একেবারে নিজের স্ত্রীর শাড়িতে আগুন ধরিয়ে ভারত বিরোধ করতে দেখা যায়। সাফ বলেন, 'এটি ভারতীয় শাড়ি। আমার স্ত্রীর। তিনি নিজে শাড়িটি আমায় দিয়েছিলেন। আমি আপনাদের সামনে শাড়িটি ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।' এবার সেই রিজভির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্য,'এতদিন কোথায় ছিলেন রিজভি? ইদুরের গর্তে। আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে পারে না। ভারতের কথা বলছে। পাগলের প্রলাপ বকছেন রিজভি।'

প্রসঙ্গত, বিগত কয়েকদিনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লাগাতার তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের। কখনও ভারতের মানচিত্র বদলের হুমকি, কখনও কলকাতা তো কখনও সেভেন সিস্টার্স বদলের হুমকি দিয়েছেন কট্টরপন্থী নেতারা। এমতাবস্থায় হুমায়ুনের মতো নেতাদের পাল্টা আক্রমণ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'সত্যের অপলাপ' তকমা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীঘায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'সত্যের অপলাপ' বলে দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার রাজ্য বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু ও সনাতনী সংস্কৃতি মানেন না। হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। শুধুমাত্র কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য তিনি এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করছেন। এভাবে কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এমন সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছেন যাতে মানুষের আস্থায় আঘাত লাগছে।' শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী সরকারি অর্থে কোনও ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না এবং পুরী ধামের বিকল্প হয় না। পুরী ধামকে এভাবে নকল করার এক্তিয়ার কারও নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য মিথ্যাচার, সনাতনী সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়া এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরী ধামের অসম্মান করা।' বিরোধী দলনেতা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন,পুরী ধামকে এভাবে অপমান করা হলে শুধুমাত্র ওড়িশা নয় বাংলাতেও প্রতিবাদ হবে।

সুন্দরবনে বিপজ্জনক নদী বাঁধগুলি সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবন এলাকায় বিপজ্জনক নদী বাঁধগুলি সংস্কারে রাজ্য সরকার বিশেষ কর্মসূচি নিচ্ছে। বুধবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের সেচ ও জল পথ মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। দেবেশ মণ্ডলের প্রশ্নের জবাবে মানস বাবু জানান, সুন্দর বন অঞ্চলের বিপদজনক নদী বাঁধ সুরক্ষায় রাজ্য সরকার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের বিপদজনক নদী বাঁধ সুরক্ষায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় একটি সার্বিক পরিকল্পনা রুপায়ণ রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। পরিবেশবান্ধব নদী বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে গত আগস্ট মাস থেকে একাধিকবার আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন বাঁধ পরিদর্শন ও তার প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের পরামর্শ ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগগুলি যেমন বনবিভাগ, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ, জলসম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ ইত্যাদিদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এবং আয়লা বাঁধ নির্মাণের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ পুনর্নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন নদী বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে বাঁধের ধারে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষের উন্নতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনার একটা অংশ। উপরিক্ত পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরিকল্পনা রিপোর্ট তৈরির পর রাজ্য মন্ত্রিসভা এই প্রস্তাবের উপর গত ৬ই মার্চ ২০২৪ তারিখে তার অনুমোদন দিয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরিকল্পনা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স অ্যাফেয়ার অর্থাৎ ডি ই এ বিভাগে এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য। প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গেলে এই ব্যাপারে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করার কাজ শুরু হবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমতি ব্যায় ৪১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাঁধের নির্মাণের আনুমানিক খরচ ২০৫০ কোটি টাকা বিবেচনা করা হয়েছে বলে মানস বাবু জানান।

আগামী বছরের শুরুতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের মূল পর্বের কাজ শুরু হয়ে যাবে। বুধবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য অরূপ ধারার প্রশ্নের উত্তরে সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া একথা জানিয়েছেন। তিন বলেন, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হবে। এর সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সমীক্ষার কাজ, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও শেষ। মানস বাবু জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ১২৩৮ কোটি টাকা খরচ হবে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে বিভিন্ন কাজে ৩৪১ কোটি ৫৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে ফেলেছে রাজ্য। তিনি বলেন দুই মেদিনীপুর, হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিত্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। এব্যাপারে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গও বিধানসভায় তুলে ধরেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি দেওয়া,প্রতিনিধি পাঠানো সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে একটা পয়সাও দেয় নি। তাই ঘাটাল মাস্টার প্লান রাজ্য তার নিজের অর্থ দিয়ে করবে।এ প্রসঙ্গে অশোক লাহিড়ীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান একই সঙ্গে সেচ মন্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে নদী ভাঙন রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন উত্তরবঙ্গে ৭৬ টা নদী আছে। যাদের উৎস ভুটানে। অথচ ইন্দো বাংলাদেশ, ইন্দো নেপাল যৌথ নদী কমিশন থাকলেও ইন্দো -ভুটান নদী কমিশন তৈরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। অন্যদিকে গঙ্গা পদ্মা সহ একাধিক নদীর ভাঙনে দক্ষিণ বঙ্গ ক্ষয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। পরে বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের সেচ মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী তা পারবেন না। তাই উত্তরবঙ্গে গঙ্গা ভাঙন রুখতে ভাঙন প্রবণ ভূতনী, দিয়ারা, রতুয়া এক এবং দু নম্বর ব্লক, অন্যদিকে ভাঙন প্রবণ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে দুটি বড়সড় পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

জ্যোতিপ্রিয়কে রেশন দুর্নীতির 'কিংমেকার' আখ্যা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে এই দুর্নীতির 'কিংপিন' বলে উল্লেখ করল ইডি। মন্ত্রীর পদে না-থাকলেও এখনও তিনি ক্ষমতাশালী, আদালতে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। জ্যোতিপ্রিয়ের ক্ষমতা বোঝাতে তাঁকে তারা 'কিংমেকার' বলে অভিহিত করেছে। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় জামিন পেলে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে পারেন।

বুধবার বিচারভবনে জ্যোতিপ্রিয়ের জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল। নভেম্বর থেকে এই শুনানি শুরু হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয়ের আইনজীবীরা এর আগে 'প্রভাবশালী' তত্ত্ব খারিজ করেছিলেন। বুধবার তাঁর জামিনের বিরোধিতা করে ইডি জানায়, দুর্নীতির মূলচক্রী জ্যোতিপ্রিয় নিজেই। যাঁরা এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাক্তন মন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলেছেন। গ্রেপ্তারির এত দিন পরেও তাঁর প্রভাব কমেনি। ইডির দাবি,

রাজনৈতিক ভাবে এখনও প্রভাব খাটাতে সক্ষম জ্যোতিপ্রিয়। 'রাজা না হলেও রাজা তৈরি করার ক্ষমতা' রয়েছে তাঁর, আদালতে মন্তব্য করেন ইডির আইনজীবী। জ্যোতিপ্রিয়ের প্রভাবশালী তকমার প্রসঙ্গে বিচারক প্রশ্ন করেন, 'উনি তো এখন আর মন্ত্রী পদে নেই। তা হলে কী করে এত প্রভাব খাটাবেন?' এর উত্তরে ইডি বলে, 'কেউ কিং হন, কেউ কিংমেকার। এমনও মামলা রয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে যেখানে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। কিংমেকারেরা আসলে এতটাই ক্ষমতাশালী। জ্যোতিপ্রিয় জামিন পেলে পুরো মামলাটিকে প্রভাবিত করতে পারেন।' এ প্রসঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন একটি ঘটনার উল্লেখও করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বুধবার আদালতে সেই প্রসঙ্গ টেনে ইডির আইনজীবীরা বলেন, 'সুযোগ পেলে জ্যোতিপ্রিয় কী করতে পারেন, তা আমরা পিজি হাসপাতালের চিরকুটের ঘটনাতেই দেখেছি।' আগামী ২১ ডিসেম্বর বিচার ভবনে আবার এই মামলার শুনানি রয়েছে।

আপোসহীন ফিল্ম নির্দেশক কুমার সাহানিকে বিশেষ সম্মান

শুভাশিস বিশ্বাস

যিনি কোনওদিন বক্স অফিসের কথা ভেবে ছবি করেননি। আপোস করেননি তাঁর বোধ বা শিল্পীসত্তার সঙ্গে। যাঁর পাণ্ডিত্য ও মার্জিত রুচির ছাপ থাকত তাঁর সৃষ্টিতে। বলিউডি ঘরানার পরিচালক না হলেও বলিউডের সমস্ত পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের কাছে যিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানীয়, তিনিই কুমার সাহানি।

কুমার সাহানির জন্ম ১৯৪০ সালে অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায়, বর্তমানে যেটা পাকিস্তানে রয়েছে। দেশভাগের সময় তিনি মুম্বই চলে আসেন। স্নাতক হন বোম্বের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। পরে পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে সিনেমা নিয়েই পড়াশোনা তাঁর। সেখানে পড়ার সময় ঋত্বিক ঘটকের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে তিনি ফ্রান্সে পড়াশোনার জন্য ফরাসি সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। এরপর সেখানেই করেন সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা। ১৯৬৯ সালে বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক রবার্ট ব্রেসনের 'অ্যা জেন্টাল ক্রিয়েটার' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজও করেছিলেন। পরিচালক প্যাসোলিনি এবং আন্দ্রেই তারকভস্কির কাজে অনুপ্রাণিতও হন কুমার সাহানি। তবে কুমার সাহানি আজীবন ঋত্বিক ঘটককেই তাঁর প্রথম ও প্রধান গুরু বলে মানেন। ঋত্বিক ছবির অর্থবিন্যাসের সঙ্গে রিচ্যুয়ালের মিল নিয়ে সাহানি বলেছিলেন, প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে। একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক সামাজিক দ্যোতনা। আরও গভীরে প্রবেশ করে যার মন সে দর্শনগত সংকেত খুঁজে পায়। আর তারপরের স্তরে যে যায় সে 'অজ্ঞেয় কিছু একটার দোরগোড়ায় গিয়ে উপস্থিত' হয়। এক বিখ্যাত লেখায় কুমার বলেছিলেন, 'ঋত্বিকের উত্তরাধিকার বহন করবার অর্থ তাঁর মতো করে ছবি করা নয়, বরং সব ঐতিহ্যের মতোই সেই উত্তরাধিকারকে ভেঙে-চুরে নেওয়া।'

ষাটের দশকে মূলত স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রের মাধ্যমে পরিচালনায় হাতেখড়ি হয় সাহানির। ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় হিন্দি ঔপন্যাসিক নির্মল বর্মার কাহিনি অবলম্বনে তাঁর পরিচালিত প্রথম কাহিনিচিত্র 'মায়া দর্পণ'। এটি সে বছর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পায়। শুধু তাই নয়, এর দুই বছর পর চলচ্চিত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০২২ সালে, 'মায়া দর্পণ' সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা হল যেভাবে আমাদের ঐতিহ্যগুলি জনপ্রিয় শিল্পে টিকে আছে তা বিবেচনা করা। মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তার পরিবেশনাও সাহিত্য ও একটি মহাকাব্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।' এরপরেও দ্বিতীয় ছবি পরিচালনার জন্য সাহনিকে অপেক্ষা করতে হয় ১২ বছর। শোনা যায়, তাঁর ছবির জন্য তিনি প্রযোজক পাননি। ১৯৮৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সাহনি পরিচালিত 'তরঙ্গ' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ওম পুরী, স্মিতা পাটিল, গিরিশ কারনাড ও অমল পালেকর। 'তরঙ্গ' এক ব্যবসায়ী পরিবারের ভিতরকার সংঘাতের নাটক। তাতে ষড়যন্ত্র, যৌনতা, অপরাধ সবরকমের উপাদানই

রয়েছে। অন্যদিকে আবার সাত ও আটের দশকের ভারতে পুঁজি-শ্রম দ্বন্দ্বের খতিয়ান রয়েছে। এসবের পিছনে পিছনে চলেছে এক 'চিরকালীন' কাহিনি, নারীসত্তার ব্যাপ্তি ও ট্র্যাজেডি। শেষ দৃশ্যে যখন ভোরের আধো আলোয় জানকী (স্মিতা পাটিল) আর রাহুল (অমল পালেকর) সেতুর উপরে দুই পৌরাণিক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কাব্যের ভাষায় কথা বলে, তখন বোঝা যায় আরও প্রাচীন কোনও আখ্যান এতক্ষণ অন্তঃসলিলার মতো বয়ে চলেছিল। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়,অনেকেই মনে করেন 'তরঙ্গ'-র জানকীর মধ্যে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'-র (১৯৬০) নীতার ছায়া রয়েছে। এরপর ১৯৯৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে 'চার অধ্যায়' পরিচালনা করেন। যেখানে ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকের বাঙালি রেনেসাঁর সময় একদল তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লবীদের চিত্রিত করে। আর 'কসবা' (১৯৯০) তৈরি হয়েছিল রাশিয়ান লেখক আন্তন চেকভের উপন্যাস 'ইন দ্য গাল্লি টু হিমাচল প্রদেশ'র অনুপ্রেরণায়। সিনেমাতে কাংড়া চিত্রকলার ঐতিহ্য ব্যবহার করা হয়েছে। 'খেয়াল গাথা' সিনেমাটি হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে খেয়াল গানের বিবর্তনের একটি কাল্পনিক উপস্থাপনা। আর 'ভাবন্তু স্রানা' (১৯৯১) ওড়িশি নৃত্যের আংশিকভাবে একটি কল্পকাহিনী তথ্যচিত্র।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, কুমার শুধু গল্পের যুক্তি মেনে সম্পাদনা করতেন না, রঙের সূত্র ধরেও শটের সঙ্গে শটের সংযোগ খুঁজতেন। মনোযোগী দর্শক রঙের বিন্যাস চিনতে পারে, কিন্তু এইভাবে রঙের সংযোগ-সূত্র ধরে ছবির সঙ্গে এগোনোর অভ্যাস আমাদের কারোরই বিশেষ নেই। আর রঙের চরিত্র নিয়ে কুমার যা করবার চেষ্টা করেছেন তা ভারতীয় ফিল্মি জগতে এক পৃথক দিক নির্দেশ করে। তাঁর 'মায়া দর্পণ', 'খেয়াল গাথা', 'কসবা'-র জন্য ৩ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে সম্মানিত হন কুমার সাহানি। তার পরবর্তী উদ্যোগ ছিল 'দ্য ব্যাম্বু ফ্লুউট'। কুমারের সর্বশেষ কাজ হল ২০০৪ সালে 'এজ দ্য ক্রো ফ্লাইজ'। কুমার সাহানির ফিল্মগ্রাফির মধ্যে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি ফিল্ম। 'দ্য গ্লাস প্যান' (ডিপ্লোমা ফিল্ম, ১৯৬৫) , 'মনমাদ প্যাসেঞ্জার' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৬৭), 'একটি নির্দিষ্ট শৈশব' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৬৯), 'রেলস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৭০), 'অবজেক্ট' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৭১), 'পেটে আগুন' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৭৩), 'আওয়ার ইউনিভার্স' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৭৬), 'ভার ভার ভারি' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৮৭), 'এ শিপ আগ্রাউন্ড' (শর্ট ফিল্ম, ১৯৮৯)।

কেবল নির্দেশক নন, কুমার সাহানি এক উচ্চপ্রশংসিত সাহিত্যিকও। তাঁর 'দ্য শক অফ ডিজায়ার অ্যান্ড এসেস'-এর মতো কাজগুলি থেকে যাবে। ভারতে নবতরঙ্গ বা সমান্তরাল ছবির অন্যতম পথিকৃত চলে যাওয়ায় রিক্ত হল ভারতীয় সিনেমা। তবে তাঁর কাজ অনুপ্রাণিত করবে আরও একাধিক প্রজন্মের পরিচালকদের।

ফের মেট্রোর লাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল। তার জেরে বুধবার ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ)-এ ব্যাহত হল মেট্রো পরিষেবা। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে এক যাত্রী আচমকাই ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে উদ্ধার করতে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর জেরে আপ লাইনে ব্যাহত হয় পরিষেবা। আপ লাইনে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরমুখী পার্ক স্ট্রিট এবং গিরিশ পার্কের মধ্যে ট্রেন চলাচল সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ফলে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, বুধবার বিকেল সওয়া ৪টে নাগাদ এসপ্ল্যানেড স্টেশনে একটি আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটে। এই

ঘটনার পরে দ্রুত স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। আপ লাইনে অর্থাৎ কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বরমুখী লাইনে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে ডাউন লাইনে মেট্রো চলছিল। প্রায় ২৫ মিনিট আপ লাইনে পরিষেবা ব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। এ প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ কুমার বলেন, 'ঘটনাটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। ওই যাত্রীকে লাইন থেকে উদ্ধার করার জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করতে হয়। বিকেল ৪টে ৪২মিনিট নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে।'

সম্প্রতি, লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা রুখতে কালীঘাট স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মে পাকাপোক্ত ভাবে কিছু গার্ডরেল বসিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নিত্যযাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, দু'টি গার্ডরেলের মধ্যে যা ব্যবধান, তাতে কর্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ ছাড়াও শুধুমাত্র কালীঘাট স্টেশনে একটি দিকে গার্ডরেল বসিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা আটকানোর পরিকল্পনা অবাস্তব বলেও প্রশ্ন তোলে যাত্রীদের একাংশ। তারপরও একের পর এক আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে, যা নিয়ে উদ্বেগে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

রবীন্দ্র সদনে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের রবীন্দ্র সদনে সমাপ্তির দিনে কলাকুশলীরা।

সম্পাদকীয়

ডাক্তারদের আন্দোলনে কোনও ফল লাভ হয়নি, একথা একেবারেই সত্যি নয়

রাজনৈতিক দলগুলি এমন ভাবে প্রচার করছে, যেন আন্দোলনে কোনও সাফল্যই আসেনি। সেটা ঠিক নয়। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার ওসিকে সিবিআই গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। স্বাস্থ্য ভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের কাছে এসে তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিপূর্বে কোনও মুখ্যমন্ত্রী এমন করেননি। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও ডিসি নর্থকেও অপসারণ করতে বাধ্য হন। হাসপাতালের অভ্যন্তরে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের, বিশেষত মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে টাস্ক ফোর্স গঠন করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয় সরকার। সর্বোপরি জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন অভূতপূর্ব জনজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, যা আগামী দিনের গণআন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করবে। বড় কথা হল, আন্দোলনকারীদের স্বার্থ এবং শাসক রাজনৈতিক দল এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, যারা কোনও না কোনও সময় ক্ষমতায় ছিল বা এখনও অন্যত্র ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য আর আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য এক নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য শাসকের গদি। কিন্তু আন্দোলনকারীদের আকাঙ্ক্ষা জনগণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্নীতি দূরীকরণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নতি, হুমকি-প্রথার অবসান, প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বার করে কঠোর শাস্তি প্রদান, যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ফলে দুই পক্ষের স্বার্থ একেবারেই আলাদা। স্বদেশি আন্দোলনের পর আজ পর্যন্ত কোনও গণআন্দোলনে নারীসমাজের এমন ঐতিহাসিক ভূমিকা দেখা যায়নি। শাসক দল যদিও চায় না, আর জি কর নিয়ে আর কোনও আন্দোলন হোক। কথায় কথায় বলে; আর কেন, সব দাবি তো মেনে নেওয়া হয়েছে। সিবিআই তদন্ত করছে, সুপ্রিম কোর্টে বিচার চলছে। এই ভাবেই খানিকটা হাত ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

শব্দবাণ-১২৯

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৮		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সংকট ২. গুপ্ত সংকেত ৫ .পিঙ্গলবর্ণ ৮. তড়িৎ, বিদ্যুৎ ৯. রক্ত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. যুদ্ধ, সমর ৩. পবর্তের পার্শ্বদেশ ৪. চঞ্চলা নারী ৬. প্রচুর, অনেক ৭. পান্থ।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৮

পাশাপাশি: ১. অনুশাসন ৪. হরি ৫. বয়স ৭. তনুজ ৯. খেলা ১১. পরিহরণ ।

উপর-নীচ: ১. অনুভব ২. শালা ৩. নহবত ৬. সংলাপ ৮. জনগণ ১০. মেহ।

জন্মদিন

আজকের দিন

যুবরাজ সিং

১৯৪০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ারের জন্মদিন।
১৯৫০ ভারতের চলচ্চিত্রাভিনেতা রজনীকান্তের জন্মদিন।
১৯৮১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যুবরাজ সিংয়ের জন্মদিন।

ওপার বাংলায় সম্প্রতি নয়, দেশভাগের সময় থেকেই ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা জারি ছিল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তা অনেক আগেই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন !

স্বপনকুমার মণ্ডল

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ভয়াবহ ধর্মীয় বিদ্বেষ যেভাবে সে দেশের সংখ্যালঘুদের জীবনকে অস্তিত্ব সংকটের ফেরে ফেলে দিয়েছে,তা ক্রমশ তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে পরিণত করেছে । সেখানে মৌলবাদীদের আগ্রাসী চাহিদায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতা যেভাবে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্যভেদী শিকার করে তুলেছে, তা শুধু বাঙালির সত্তা বা ধর্মীয় অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে না, মানবিক মূল্যবোধকেও অমান্য করে । সেখানে বিধর্মীদের শত্রুজ্ঞানে যেভাবে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তা শুধু ধর্মীয় বিদ্বেষেই থেমে থাকেনি, রীতিমতো মানবতাবিরোধী পাশবিকতাকে জাগিয়ে তোলে। মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে সে দেশের সরকারের সংযোগ আরও ভয়ঙ্কর পরিণতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে । অথচ সাতচল্লিশে দেশভাগের সময় থেকেই সেই ধর্মীয় বিদ্বেষ জেগেছিল অবিরত । আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই'(১৯৮৬) উপন্যাসে সেকথা অনেক আগেই নিবিড় করে তুলে ধরেছেন ।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত । সেখানে সীমিত কাল পরিসরের মধ্যেও তার অতীত ইতিহাস নানাভাবেই উঠে এসেছে । অস্তিত্বের সোপানে তার ভিত্তিভূমির ক্রমবিবর্তন অত্যন্ত জরুরি । প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈষম্যবোধের মধ্যেই প্রতিবাদ, বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং তাই সময়ান্তরে মহীরূহ হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, মুক্তিকামী মানুষের লড়াই ব্যর্থ হলেও নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, কালান্তরে পদ্মবীজের মতো প্রাসঙ্গিকেতায় নানাভাবে ফিরে ফিরে আসে । সাতচল্লিশের দেশভাগের শিকার হয়ে শেখ মোহম্মদ ওসমান গণি পূর্ব পাকিস্তানকেই আপন করে নেয় । ছোটবেলায় তার ডাকনাম ছিল রঞ্জু । তার বাবা পাকিস্তানে বাস করবে বলে সেদেশে গেলেও বছরছয়েক চাকরি করার পর ছুটি নিয়ে ইন্ডিয়ায় ফিরে আসেন, আর যাননি। অন্যদিকে ওসমান ইণ্ডিয়ায় আট-দশ মাস থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যায় এবং সেখানেই বাবার মামাতো ভাই তথা চাচার পরিবারে খুব কষ্টের মধ্যে পড়াশোনা করে, নিজেকে গড়ে তোলে । ইপিআইটিসি-তে তার চাকরি হয় । চারবছর বয়সে সে ঢাকায় এসেছিল, গণআন্দোলন চলার সময় তার বয়স ২৫/২৬ বছর। ইণ্ডিয়ায় ফেরার কয়েকবছর পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়, তাও এগারো বছর হয়ে গেছে। তার মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসকে ফিরে দেখেছেন । শুধু তাই নয়, তার ছিন্নমূল অসহায়তাবোধের মধ্যে সে দেশের করুণ পরিণতিও জেগে উঠেছে । সেখানে ওসমানকে যেভাবে উপন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখকের স্বকীয় ভাবনার প্রতিফলনে অভিনব শিল্পরূপের পরিচয় বর্তমান । সে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। আবার গণআন্দোলনেও তার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা উপন্যাসে নেই । অথচ তার সদিচ্ছা সংযোগের সক্রিয়তায় ও সামিল হওয়ার উত্তরণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন । সেখানে ওসমানের ভাবতন্ময়তায়, কল্পনাবিভোরতায় ও অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় অলৌকিক লোকে বিচরণের পরিচয়েও সেদেশের পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে।

আসলে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রখর সমাজমনস্ক কথাসাহিত্যিক । মাটিসংলগ্ন থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চা এগিয়ে ছিল । সেদিক থেকে তিনি শুধু মানুষকে পড়ায় সুশিক্ষিত ছিলেন না, মানুষকে পড়ানোর জন্য উচ্চস্তরের শিক্ষকেও পরিণত হয়েছিলেন । তাঁর কথাসাহিত্যে সেই পরিচয় আভিজাত্য লাভ করে । চিত্রশিল্পীর সূক্ষ্ম আঁচড়ের মতো খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যেও তাঁর আকাঁড়া ছবি যেন সজীব হয়ে ওঠে । শুধু আই নয়, সেখানে প্রকৃতির রূপসুধা প্রকাশের রোমান্টিক ভাবাবেগ তাতে নেই, প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনেই লেখনী তুলি হয়ে ওঠে । সমূলে উৎপাটনের মতো চরিত্রের সার্বিক পরিচয়কে তুলে ধরায় আখতারুজ্জামানের নিরপেক্ষ দূরত্ব বিস্ময়কর । সেখানে মহীয়ান বা গরীয়ান দেখানোর কোনো প্রয়াস নেই, ভালো-মন্দ দেখিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার প্রবণতাও নেই, আছে স্বভাবের আকাঁড়া পরিচয়, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি । তাতে কোনোকিছু এড়িয়ে চলা নয়,বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণের দৃষ্টিগোচরের প্রয়াস লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভাষায় সব্যঙ্গ রসবোধেও বিষয়টি আরও সুবোধ্য হয়ে ওঠে । অন্যদিকে ভাব প্রকাশে ভাষার আকাঁড়া মূর্তি অত্যন্ত সহজেই চরিত্রকে স্বমূর্তিতে প্রকট করে তোলে। বাংলা উপন্যাসের ধারায় আখতারুজ্জামান যেভাবে 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ মুখের ভাষাকে চরিত্রের মুখে তুলে ধরেছেন, তা অভিনব দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত বাঙালিমানসে ভাষার কৃত্রিম আভিজাত্যকে অস্বীকার করে নিম্নবর্গের ও অপরিশীলিত মানুষের মুখের রগরগে যৌনতাজড়িত কথ্যভাষাকে অনায়াসেই ঔপন্যাসিক আভিজাত্য প্রদান করেছেন । শুধু তাই নয়, আকারে ইঙ্গিতে যে কথা সাহিত্যে উহ্য থাকে, তাকেও সপাটে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। কোনো রকম ছুৎমার্গ সেখানে নেই । ওসমান গণির যৌনতাবোধে তার কুণ্ঠাহীন প্রকাশেও ঔপন্যাসিকের সৎসাহস লক্ষণীয়। চিলেকোঠার নীচের তলার ভাড়াটে মকবুল হোসেনের ছোটমেয়ে রানুকে টিউশন পড়ানোর স্যুাগে তার প্রতি ওসমানের যৌনকামনাময় চিন্তাভাবনাতেও তার আকাঁড়া পরিচয় উঠে আসে 'এই সব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে কেবল আপন ভাই বাদ দিয়ে যাবতীয় তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীর যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে না। যৌন-সঙ্গমকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন দেওয়ার জন্য বিবাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ মহড়া চলে । বিয়ে করলেই যেমন ছেলেমেয়ে পয়দা করাটা অপরিহার্য, তেমনি প্রেম মানেই বিবাহ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওসমানও আসঙ্গলিপ্সায় রানুকে পেতে চেয়েছিল, তার পরিচয় উপন্যাসে একাধিক পরিচ্ছেদে প্রকটভাবে উঠে এসেছে । অন্যদিকে তার অস্তিত্বের সোপানেই দেশের দুরবস্থার ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে ।

দেশভাগে মানুষ ভাগের দুঃস্বপ্ন দিয়েই 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। সূচনা বাক্যেই শীতের ভোরে দেখা স্বপ্নে ওসমানের বাবার প্রয়াণের পর তার শোকার্ত মায়ের তীব্র আক্ষেপের ছবি ভেসে ওঠে । সেখানে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে আর ওসমানের মুখ দেখতে না পারার মধ্যে বিচ্ছেদ-বিরহ নিবিড় হয়ে ওঠে । এজন্য অবশ্য তার বাবার মোড়লগিরিকে দায়ী করেছে ওসমান। অথচ তার বাবা ইব্রাহিম শেখ পূর্ব পাকিস্তানে থাকতেই চেয়েছিলেন । ওসমানের স্মৃতিতে তা অম্লান হয়েও রয়েছে । তার কথায়, 'দেশভাগের পরেও ২ বছর ১৪ আগস্ট এলে পাকিস্তানের নিশান ওড়াবার জন্য ইব্রাহিম শেখের হাত নিসপিস করতো।' অথচ অচিরেই সেই উৎসাহ চলে যায় । ওসমানের স্মৃতিতে রয়েছে ' গ্রামের খন্দকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে ইব্রাহিম শেখ সপরিবারের গেলো ঢাকায়, এসে বছর তিনেক যেতে না যেতেই পাকিস্তান বা পাকিস্তানের পতাকা কোনো ব্যাপারেই তার একটুও আগ্রহ রইলো না, ফের গ্রামেই ফিরে গেলো। শুরু হলো উঠতে বসতে নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিন মোনাফেক আর বেঈমান বলে গালি দেওয়া ।' ধর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত স্বাধীন দেশের স্বপ্ন যে স্বল্পকালেই ভেঙে যেতে শুরু করেছিল, তা ওসমানের জীবনস্মৃতিতেই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে । অন্যদিকে সেদেশের মতো তার জীবনও ছিল অস্থিতিশীল । অন্য জায়গায় ভাড়া থাকার পর আড়াই বছর ধরে পাকা রাস্তা স্তার ধারে রহমতউল্লার বাড়ির চিলেকোঠায় ওসমানের বাস। এই বাড়িটির সঙ্গে দেশভাগের স্মৃতি জড়িয়ে আছে । 'বিশাল ও বেঢপ দালান' তথা 'না-দুর্গ না-বাড়ি'টি ১৯৫০-এ সাহা বা বসাক অথবা পোদ্দার মশাইরা রহমতউল্লার কাছে বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে যান । সেই বাড়ি থেকেই পূর্ব পাকিস্তনের দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। শুধু তাই নয়, বাড়ির ঘটনাবর্তের মধ্যেই দেশের দুরবস্থার গতিপ্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের শিকারে সেদেশের হিন্দুদের ছিন্নমূল হয়ে দেশত্যাগের কথাই শুধু নয়, মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ফুলেফেঁপে ওঠার বিষয়েও ঔপন্যাসিকের সচেতন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । বরং তার গভীর সত্যকে তুলে ধরতেই তাঁর অকপট প্রকাশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মুসলিমদের জন্যই পাকিস্তানের জন্মে বিশ্বাসী ও পাকিস্তান সরকারবিরোধী আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদী আয়ুব খানপন্থী 'মহল্লার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রী' রহমতউল্লার উচ্চমধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার মধ্যেও তার পরিচয় বর্তমান । সে সর্বদা ধর্মকে ব্যবহার করে, প্রয়োজনে শাসকের বেশও ধরে । সাদা কিস্তি টুপি সবসময় পরলেও 'কেবল নিজের দাপট দ্যাখাবার দরকার হলে টুপিটাকে সে ব্যবহার করে মুকুটের মতো।' ভণ্ডামিয় মুখোশ খুলে দিতে রহমতউল্লাকে নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে সচেতন ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছেন, তা তিনি সাক্ষাৎকারেও জানিয়েছেন । অন্যদিকে রহমতউল্লার ভাগ্নে থেকে জামাই হয়ে ওঠা আলাউদ্দীনও তার দোসর, আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী সক্রিয় দাপুটে নেতা । রহমতউল্লার বাড়িটির তিন তালা পর্যন্ত অসংখ্য নিম্নমধ্যবিত্ত ভাড়াটিয়ার বাস। তার তিনতলার একটিতে পুলিশের গুলিতে নিহত আবুতালেবের বাবা মকবুল হোসেন সপরিবারে থাকে। চিলেকোঠায় একটিমাত্র ঘরে থাকে ওসমান। তার বিচ্ছিন্ন ঘরের মতোই তার নিঃসঙ্গ জীবন । ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় 'ছাদের ওপর একটিমাত্র ঘর, রান্নাঘর নাই, বাথরুম নাই, পায়খানা কি গোসল করতে হলে দাঁড়াতে হয় একতলার কিউতে। তবে ওসমানের ঘরে আলো বাতাস খুব।' সেক্ষেত্রে ওসমানের ছিন্নমূল জীবন অস্থিতিশীল দেশের অবস্থার সঙ্গে তার চিলেকোঠায় বাস একাত্ম মনে হয়। শুধু তাই নয়, তার সন্ত্রস্ত সংবেদনশীল মনের পরিচয়েও ঔপন্যাসিকের লেখনী স্টেথিসকোপ হয়ে ওঠে । দুশ্চিন্তার চাপে পেটের গোলমাল তার লেগেই থাকে। নোভালজিন আর এ্যান্টাসিড তাকে প্রায়ই খেতে হয়। শুধু তাই নয়, তার স্পর্শকাতর সংবেদনশীল অন্তর্মুখিতা তাকে নির্মম ও নিষ্ঠুর বাস্তবের বিমুখতায় কল্পনাশ্রয়ী করে তুলেছে। মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠার জন্য তার সযত্ন প্রয়াস যেমন সক্রিয় হয়, তেমনই তার স্বরচিত কল্পনারাজ্যেই সে নিজেকে খুঁজেফিরে । শেষে তার প্যারানয়েড শিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগের শিকার হতে হয়েছে। বাস্তবের অসহনীয় অপ্রতিরোধ্য ঘটনাক্রম থেকে অসহিষ্ণু মনের অলৌকিক জগতে স্বস্তি খোজার বাতিকে ভর করা তার পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধ সবই স্বরচিত কল্পনারাজ্যে তীব্র আকার ধারণ করে ।

সেখানে ওসমানের মতো চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তজীবনের সুবিধাবাদী দূরত্বে ত্রিশঙ্কু প্রকৃতি সহজেই সবুজ হয়ে ওঠে । তার চিলেকোঠায় এসে আনোয়ার, শওকত, আলতাফ প্রমুখ উচ্চমধ্যবিত্ত,মধ্যবিত্ত বন্ধুরা অয়াইন-সিগেরেট সহযোগে আড্ডা দেয়, রাতকাটায় । অথচ তার জীবন বিচ্ছিন্নতাবোধে ছিন্নমূল স্বতন্ত্র মনে হয় । অন্যদিকে তার মধ্যে দেশকে আপন করে নেওয়ায় কোনো সংকট নেই । চিলেকোঠার মতোই ওসমানের সাধারণের সংযোগহীন নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব । সেখানে আকাশের হাতছানি আছে, মাটির সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার স্বতন্ত্র আবিজাত্যের প্রয়াসও জারি থাকে । আবার সেই দূরত্বে আভিজাত্য বজায় রেখেও রহমতউল্লা ও আলাউদ্দীনদের ধনসম্পত্তি এবং ক্ষমতার বিস্তার ও রক্ষা করার প্রয়াস চলে । গ্রামের খয়বার গাজী, আফসার গাজী ও হোসেন আলী প্রভৃতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত মুসলিমদের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও ক্ষমতায়নের পরিচয়কে নিবিড় করে তোলা হয়েছে । সেখানে দেশের শাসকের পরিবর্তন হলেও শাসনের মাধ্যমে শোষণ অব্যাহত থাকে । দেশের উন্নয়নের ধারা মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের দুরবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বরং শোষণের মাত্রাধিক্যে সীমাহীন দুর্গতি নেমে আসে। রহমতউল্লার 'গওসল আজম সু ফ্যাক্টরি', রিক্সা ভাড়া খাটানো থেকে তার বাড়ি ভাড়া দেওয়া নিজের বাড়ি ছেড়ে বস্তিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে । তার মহাজনী কারবারের সঙ্গেই শুধু নয়, বস্তির অনেকেই তার শাগরেদ হিসাবে কাজ করে । সেক্ষেত্রে সরকারি বদান্যতায় তার সাম্রাজ্য বেড়ে চলায় কোনোরকম সরকারবিরোধী অস্থিরতা মেনে নেওয়া তার কাছে আত্মঘাতী মনে হয় । একইভাবে খয়বার গাজীর পক্ষেও তা একই প্রকৃতির আঘাতস্বরূপ । অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত মধ্যবিত্তসমাজই আবার গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে সামিল হয়েছে । সেই অভ্যুত্থানে দেশের নানাভাবে শোষিত-শাসিত আমজনতা সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছে । সরকারবিরোধী এই অস্থিরতা সেক্ষেত্রে শুধু পাকিস্তান সরকারকেই নয়, তার সুবিধাভোগী উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদেরও বিপাকে ফেলেছে । কারণ সরকারবিরোধী অবস্থানে শুধু দেশের সরকার নয়, স্থানীয় সরকারের সুবিধাভোগী প্রতিভূ বা ক্ষমতাশালী জোতদার বা মহাজনদের শোষণ-শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার একাগ্র স্বপ্নও তাতে যুক্ত । বস্তির চালচুলোহীন হতদরিদ্র সাইকেলরিকশার মিস্ত্রী হাড্ডি খিজির সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহত হলেও রহমতউল্লার শোষণ-শাসনই তাকে আন্দোলনে প্রাণিত করেছিল । চেংটু, করমালিদের সামনে জোতদার খয়বার গাজী ভয়ানক মূর্তিমান সরকার হয়ে উঠেছিল ।

অন্যদিকে সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার মানসেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্বেও সক্রিয়তা বর্তমান । সেখানে আওয়াম লীগপন্থী আলাউদ্দিন মিয়া থেকে আফসার গাজীর অতিসক্রিয়তাও লক্ষণীয় । শুধু তাই নয়, অবস্থা বুঝে দলবদলের হিড়িকও সেখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । আয়ুব খানের দল ছেড়ে আওয়াম লীগ দলে যোগ দিয়েছে নবাববাড়ির লতিফ সর্দার, পোস্তগোলার পীয়ারা সর্দার ও পুলের ওপারের হাবিব ফকিরও। সেক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নে মধ্যবিত্তের সর্বগ্রাসী প্রভাব সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সমাজমনস্কতা কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল, তা তার স্বকীয় স্বদেশভাবনাতেই প্রতীয়মান। সেখানে গোঁড়া মুসলিমদের মনে হিন্দুরা আল্লাহরের অভিশাপপ্রাপ্ত বা 'মালাউন'-এর কথা যেমন কথায় কথায় উঠে আসে, তেমনই নিম্নবর্গের মুসলমানদের অসীম দুর্গতির কথাও প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে দেশভাগে মুসলিম সমাজের যে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যের চেয়ে যে বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সম্পর্কে আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণায় কোনোরকম গোঁড়ামি ছিল না।

চট্টগ্রামের 'লিরিক' পত্রিকায় (১ বৈশাখ ১৩৯৯) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি সেকথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সেখানে মুসলিমদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। সেখানে পারিবারিক সূত্রেই আখতারুজ্জামানের স্বচ্ছ ধারণা বিস্তার লাভ করে। তাঁর কথায় 'চল্লিশের দশকে প্রথমে বগুড়া জেলায় মুসলিম লীগকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সংগঠনে রূপ দিতে তাঁর ভূমিকাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।... আমার বাবা ছিলেন সংম্পূর্ণ লিবারেল ডেমোক্র্যাট। তবে তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের মতো তিনিও চাইতেন যে, মুসলমান ছেলেমেয়েরা হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক, তাদের সমান সমান মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করুক। কিন্তু একটা কথা, এই মুসলমান ছেলেমেয়েরা বিলং টু আ পার্টিকুলার ক্লাস---মুসলমান মধ্যবিত্তের — হ্যাঁ, শুধু মধ্যবিত্তের বিকাশই ছিল তাদের বাসনা। এই বাসনা পূরণ করতে গিয়ে তারা যে আন্দোলন করলেন তাকে কিছুতেই অ্যাপ্রুভ করা যায় না । ১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে কত মর্মান্তিক, কত শোচনীয় হয়েছে, কত অর্থহীন হয়েছে তা দিনে দিনে হাড়ে হাড়ে বোঝা যাছে।'

সাতচল্লিশের দেশভাগের মাধ্যমে স্বতন্ত্র দেশ পেয়েও বাঙালি মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হয়নি, উল্টে যা কিছু হয়েছে, তা মধ্যবিত্তের মধ্যেই আবর্তিত ও বিস্তার লাভ করেছে । সেদিক থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের বীজ যে দেশভাগের মধ্যেই ছিল, তা আখতারুজ্জামানের অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রতীয়মান । উপন্যাসের সূচনাবাক্যেই সেই দেশভাগের অমলিন স্মৃতি ওসমানের দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভেসে ওঠে । শুধু তাই নয়, সময়ের প্রেক্ষিত বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য সূচনাবিন্দু থেকে তার যাত্রা শুরু করা জরুরি ছিল । বাঙালির মুসলমানদের স্বপ্নভঙ্গের সূচনা দেশভাগের সূচনা থেকেই । ইণ্ডিয়ার গ্রাম থেকে ওসমানের বাবা ইব্রাহিম শেখ এসেছিল। তার মোহভঙ্গ হতেও সময় লাগেনি । তার স্মৃতিতেও 'মালাউন'দের প্রতি বিদ্বেষের কথা ওসমানের মাধ্যমে জানিয়েছেন ঔপন্যাসিক । পাকিস্তানের পতাকা তোলার জন্য গ্রামের ছেলেদের উৎসাহ ঝরে পড়েছে, 'ইব্রাহিম ভাই, ঝাণ্ডা ওড়ান দিনি, বেগুনবাড়ির মালাউনরা কিছু করতি আসে তো বাছাধনের রেললাইন পার হয়ে আর বাড়ি ফিরি যেতে হবে না ।' প্রথম থেকেই বাঙালি মুসলিমদের উন্নয়নে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি যে বিদ্বেষী মানসিকতা ছিল এবং তা ক্রমে হিন্দুদের শত্রুতে পরিণত করে ঘৃণা ছড়িয়ে দেশভাগের মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রবণতা উপন্যাসের মধ্যেই প্রতীয়মান । সেখানে ওসমানের ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে খুঁজেফেরার মধ্যেই ঔপন্যাসিক প্রসঙ্গক্রমে সেসব নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন । একদিকে দেশজুড়ে ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, অন্যদিকে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েও ওসমান তা থেকে বেরিয়ে পালোয়ানের দোকানে শওকতের সঙ্গে চিকেন পোলাও ও মুরগির রান খেতে বসে সামনের আয়নায় নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে ছোটবেলার রঞ্জুর ছাত্রজীবনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে ফিরে যায়। সেখানে ক্লাসের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সখ্যতা থেকে নিবিড় বন্ধুত্ব, স্কুলের ছাত্রশিক্ষকের অসম্প্রদায়িক আত্মীয়তাবোধ ও ছুটির পরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং একবার এই সাইনু পালোয়ানের দোকানে খাওয়ার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ।

সেই সোনালি স্মৃতিতে অজান্তেই সাম্প্রদায়িক কাঁটা উঁচিয়ে ওঠে । ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রঞ্জুর আরেক বন্ধু শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলতেই ক্যাপ্টেন বলে ফেলে, 'ল, মালাউনটারে লগে লই ।' এতে ক্যাপ্টেনের দ্বিধাবোধ নেই, বরং তা ক্লাসমেটের প্রতি দুর্বলতা আড়াল করার ঢাল হয়ে ওঠে । সেখানেই শেষ নয়, ভোরবেলায় শঙ্করের দিদি আরতির স্যারদের পূজার জন্য ফুল তোলার রঙিন স্মৃতিতেও সেই সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত কাঁটায় বিদ্ধ হওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। রঞ্জু নামের আড়ালে ওসমান গণির পরিচয় শুনে শঙ্করের বাবা শঙ্করকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে । ঔপন্যাসিকের ভাষায় 'তার ব্যস্ততা বাড়াবাড়ি ঠেকে। চারিদিকের কেমন ফাঁকা ফাঁকা । কয়েক মাস আগে রায়ট হয়ে গেছে, কোনো কোনো বাড়িতে লোকজন নাই, অনেকে হয়তো কোনোদিন ফিরবেও না। কয়েকটি বাড়িতে মেয়েরা নাই, তাদের ইণ্ডিয়া পাঠিয়ে পুরুষগুলো সিচুয়েশন দেখছে । শঙ্করের বাবার উদ্বেগ ও ধমক এইবাড়িতে একটু কাঁপন তোলে, সেই কাঁপুনি বশ করার জন্যেই যেন আরতি জিগ্যেস করে, কি নাম যেন বললে ?' এমনই আতঙ্কের কথা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে । সেখানে ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণ বাঁচে, জাত রাখার দায় প্রত্যেকের নিজের উপরে। শঙ্করের বাবার কথায়, 'ভগবানে প্রাণটা রক্ষা করলো, জাত বাঁচাবার দায়িত্ব সৃষ্টির।' অন্যদিকে প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রেও নির্মম বাস্তবতাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন । তাঁর ভাষায় হরেন ডাক্তারকে কে বোঝাবে যে আরতির বড়োবোন সবিতার দিকে তাহের গুণ্ডার একটা চোখ বিশেষভাবে সাঁটা ছিলো বলে ওরা প্রাণে বেঁচে গেছে।' আবার খাওয়ার পরে ওসমান শওকতকে ছেড়ে সেই ক্যাপ্টেন কবীরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।

মিছিল থেকে বেরিয়ে শাঁখারি পট্টি, তাঁতীবাজার হয়ে ওসমান বহুদিন পর তার বাল্যজীবনে ফিরে দেখতে চায় । কবীরের সন্ধান করতে গিয়েই চৌষট্টির রায়টে তার নিহত হওয়ার কথা জানতে পারে, তার উপরে পরিবারের ভয়ানক বিপর্যয়ের কথা শোনে সে। কবীরের মা ও ভাই সগীরের কথায় ওসমান জানতে পারে কবীরের বাবা সাত বছর ধরে প্যারালাইসিসে ঘরে পড়ে রয়েছে, একবছর ধরে পুলিশি অত্যাচার চলে, লোকে এসে কবীরের কাছে টাকা পায় বলে লোকের উৎপাতের আতঙ্ক ভোগ করে চলেছে গোটা পরিবার। সেক্ষেত্রে শুধু বাঙালি হিন্দুদের নয়, মুসলিমদের জীবনের চরম লাঞ্ছনার ছবিও ওসমানের অভিজ্ঞতায় পাঠক জেনে যায় । শুধু তাই নয়, শহরের বস্তি থেকে গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজের সীমাহীন দারিদ্র ও দুর্দশার বাস্তবতার মধ্যেই উন্নয়নের বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে শুধুমাত্র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির জন্যই পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণআন্দোলন শুরু হয়নি, তার সঙ্গে স্থানীয় শাসক-শোষক বিরোধী আমজনতার দীর্ঘদিনের ক্ষোভবিক্ষোভ ও প্রতিবাদ এবং প্রতিশোধও সংযুক্ত ছিল, তা উপন্যাসের পরতে পরতে ঘটনাপরম্পরায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তুলে ধরেছেন । সেদিক থেকে সরকারবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে শুধু পাকিস্তান সরকারই নয়, সরকারের সুবিধাভোগী ফুলেফেঁপে ওঠা উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিমরাও অস্তিত্বসঙ্কটের আতঙ্কে ভুগছিলেন । সেখানে সাম্প্রদায়িকতাকে ঢাল করে অস্তিত্ব রক্ষার পুরনো কৌশলও বেরিয়ে পড়ে । আতঙ্কিত রহমতউল্লা মহল্লায় খিজিরের সরকারবিরোধী পোস্টার মারায় চড় মেরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে ভয় দেখিয়েও ক্ষান্ত হয়নি, আসল কথায় পৌঁছানোর জন্য বক্তৃতাও শুরু করে 'মানুষ বোঝে না। এইগুলি ইণ্ডিয়ার মতলব! অয়ারে ডিফিট খাইয়া ইণ্ডিয়া অহন এই ট্যাকটিস ধরছে । ছয় দফার পোস্টার মারস, আরে ছয় দফা হইলে পাকিস্তান থাকবো ? আমরা পাকিস্তানের লাইগা ফাইট করছি, পাকিস্তান হইছে, মুসলমানের ইজ্জত হইছে! আবার দ্যাহো, কত মানুষ চাকরি পাইলো, ব্যবসা বাণিজ্য তেজারতি কইরা কতো মালপানি বানাইলো! পাকিস্তান না আইলে ফকুরনির বাচ্চাগুলি হিন্দুগো গোলামী করতো!' সেখানে সকলের উন্নতি সমান না হওয়ার কথা বলে তা স্বীকার করেও রহমতউল্লা ধনে বঞ্চিত হয়েও মানে ('ঈমান'-এ) বড় হওয়ার কথা ব্যাখ্যা করে । সেই মানের তত্ত্বেও রয়েছে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষভাবনা । শুধু রহমতউল্লার মতো সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তদের মধ্যেই নয়, অসংখ্য গুণী সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও ওপার বাংলা থেকে হিন্দু বিতারণে মুসলিমদের সুবিধাবাদী অবস্থানের কথা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছেন । গোলাম মুরশিদ তাঁর 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'র মধ্যে অকপটে তা স্বীকার করেছেন । সেদিক থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই'-এ নিরপেক্ষতার ভাণে নয়, একেবারে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতায় যেভাবে সত্যকাম মূর্তি ধারণ করেছেন, তা দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের ধারায় বিরল নজির সৃষ্টি করেছে । কোনোরকম নাটকীয়তা নেই, উচ্চস্বরে বা আড়ম্বরের আয়োজনেও নয়, আবার রেখেঢেকেও নয়, একেবারেই খোলামেলা অথচ নীরবে নির্লিপ্ততায় পক্ষপাতহীনভাবে অকপট সাবলীল ভঙ্গীমায় তা পরিবেশিত হয়েছে। এরকম বিশ্বস্ত ধারাবাহিক সমাজচিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সুগভীর সমাজমনস্কতাই যে বাংলা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার পাঠকেই বদলে দিয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঋণ: বিশ শতকে বাংলা উপন্যাস কালান্তরের পদধ্বনি, স্বপনকুমার মণ্ডল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

বাংলাদেশ ভারতের একমুঠো মাটি নেওয়ার চেষ্টা করলে কবজি কেটে নেব : ত্বহা সিদ্দিকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের মুখে শুধু যেন ভারত বিদ্বেষ। কখনও ভারতের মানচিত্র বদলের হুমকি, কখনও কলকাতা দখলের! এদিকে ছেড়ে কথা বলছে না ভারতও। ইতিমধ্যেই ঢাকায় গিয়ে সে দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ওপর বেলাগাম নির্যাতন নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে এসেছেন ভারতের বিদেশ সচিব। এমতাবস্থায় এবার হুঙ্কার ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির। সাফ বললেন, 'বাংলাদেশ যদি ভারতবর্ষের একমুঠো মাটি নেওয়ার চেষ্টা করে তা হলে কবজি কেটে নেব।'

তবে শুধু বাংলাদেশ নয়, যে কোনও দেশ ভারতের দিকে আঙুল তুললে আঙুল কেটে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি। এখানেই না থেমে সুর চড়ান পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বলেন, 'যদি পাকিস্তান-বাংলাদেশ হাত মিলিয়ে আমাদের দেশকে চমকাবে বলে মনে করে তবে বলব অনেক দূর চলে গিয়েছে। দু' দেশেরই সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুরা সুখে শান্তিতে বসবাস করুক এটাই চাই।'

তাঁর দাবি, 'আমাদের সুখ, শান্তি, ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা করছে কিছু অসৎ চরিত্রের রাজনৈতিক নেতা। সেই চেষ্টা ব্যর্থ হবে।' তাঁর কথায়, 'দু' দেশের মধ্যে যাঁরা উস্কানিমূলক মন্তব্য করছে তাঁরা কখনও দেশের ভালো চাইছেন না। যারা উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখছেন তাঁদের আমরা পাত্তা দিচ্ছি না।' প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অশান্তির আবহে উত্তেজনা বেড়েছে বাংলাদেশ সীমান্তেও। নজরদারি বাড়িয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীও। বেড়েছে টহলদারি।

কৃষক বাজারে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার কৃষক বাজারে বুধবার দুপুরে হঠাৎ পরিদর্শনে ঢোকেন জেলাশাসক। বিভিন্ন কৃষক বাজারে চাষিদের ধান বস্তা পিছু এক কিলো থেকে দু কিলো ধান দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ পাওয়ার পরই ভাতার কৃষক বাজারে পরিদর্শনে ঢোকেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানি এ।

তিনি দীর্ঘক্ষণ চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন, কথা বলেন মিল মালিকদের সঙ্গে। পাশাপাশি সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও তিনি নানান বিষয় সম্পর্কে কথা বলেন। জেলাশাসক তাদের বলেন, 'আপনাদের ইচ্ছামত বস্তা পিছু ধান বাদ দেবেন না, আমি কৃষকদের পাশে আছি।' হঠাৎ করে ভাতার কৃষক বাজারে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে খুশি ভাতার এলাকার চাষিরা।

জেলাশাসক জানিয়েছেন, কৃষক বাজারে সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ শুরু হয়েছে। এই ধান কেনার ক্ষেত্রে চাষিদের কাছ থেকে নানান মাধ্যমে তিনি বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছেন। সেই সমস্ত অভিযোগ খ তিয়ে দেখতে তার হঠাৎ পরিদর্শন। সরকারি নিয়ম মেনে চাষিদের কাছে ধান কেনা হচ্ছে কিনা। সেই নিয়ম সঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি কৃষকদের কোনও অভিযোগ আছে কিনা সেই বিষয়ে কৃষকদের কাছে সরাসরি খোঁজখবর নেওয়া হয়।

চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রামঃ পাঁচপাড়া, পোস্টঃ পাণ্ডুয়া জেলাঃ হুগলি
নিবন্ধন সংখ্যা (REGISTRATION NUMBER): 43HG Dated 01.05.1961

-: পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি :-

সমবায় সমিতি সমূহের মুখ্য নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ, তথা জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৫৯ তারিখ ২৯/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন,২০১২ অনুযায়ী এতদ্বারা, চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণ কে অবগত করা হচ্ছে যে উক্ত সমবায় সমিতির বিশেষ সাধারণ সভায় আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও নির্বাচন সূচী ইংরাজি ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সমস্ত কিছু তথ্যের জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখঃ- ১২.১২.২০২৪

স্বাক্ষর- শ্রী সমীর মুখার্জী
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
চন্দ্রহাটী মারশিট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, পলাতক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালবাগ: স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে রুখে দাঁড়াল স্ত্রী। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সানি শেখ (৩২)। অভিযুক্তের নাম নিশা বিবি। মুর্শিদাবাদ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। ঘটনার পর থেকে এলাকা ছাড়া অভিযুক্ত স্ত্রী। মুর্শিদাবাদ থানার আইসি সনৎ দাস বলেন, এখনও পর্যন্ত কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সানি শেখ পেশায় একজন টোটোচালক ছিলেন। অভিযোগ প্রায় মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাতেন। মঙ্গলবার রাতেও মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে সানি শেখ তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীকে এলোপাথাড়ি কোপায় স্ত্রী। স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। বহরমপুর নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই সানি শেখের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত স্ত্রী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত সানি শেখ প্রায় রোজ স্ত্রীকে মারধর করত। মদ্যপ অবস্থায় ফিরেই অশান্তি শুরু করত। কার্যত স্বামীর অত্যাচার মুখ বুজেই এতদিন সহ্য করে আসছিলেন। অবশেষে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হামলা চালায় বলে স্থানীয়দের দাবি।

তিনটি সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: তিনটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিরোধী দলের কোনও প্রার্থী না থাকায় নমিনেশন ফাইলের দিনেই বোর্ড দখল করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। জামালপুর ব্লকের সেলিমাবাদ সমবায় সমিতি, টেঙ্গাবেড়িয়া সমবায় সমিতি, চক আঝাপুর সমবায় সমিতির নমিনেশনপত্র তোলার দিন ছিল বুধবার। দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত নমিনেশনপত্র তোলার সময় থাকলেও, দেখা যায় একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা এই নমিনেশনপত্র সংগ্রহ করেন। বিরোধীরা কোনও নমিনেশনপত্র সংগ্রহ না করার কারণে আর নির্বাচনের প্রয়োজন রইল না।

তিনটি সমবায়ে জয়লাভ করার প্রসঙ্গে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁ বলেন, রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি যে ভাবে উন্নয়ন করছেন, তাতে বিরোধীরা এইসব নির্বাচনে কোনও প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। মেহেমুদ খাঁ ও বিধায়ক অলোক মাঝি ওই তিনটি সমবায়ে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থেকে সুষ্ঠভাবে যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তার তদারকি করেন। যদিও বিজেপির জামালপুরের মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল এ ব্যাপারে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আঙুল তোলেন এবং অভিযোগ করেন, 'বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা আমাদের দলের প্রার্থীদের ফোনের মাধ্যমে হুমকি দিচ্ছেন, সেই জন্য আমরা প্রার্থী দিতে পারিনি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এই ঘটনা অস্বীকার করেছে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁ বলেন, 'যদি আমাদের দলের কেউ ফোন করে হুমকি দেন, তার কল রেকডিং প্রকাশ্যে নিয়ে আসুক। আসলে ওরা ১২ জন প্রার্থী কেন, একজনও প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। সেই জন্য মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমি ও বিধায়ক সারাদিনই সমবায় সমিতিগুলিতে উপস্থিত ছিলাম, যাতে বিরোধী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। কিন্তু কেউ আসেননি।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে সৎ বাবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বারাসাত আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সৎ বাবার হিংস্রতার শিকার সাড়ে ১৩ বছরের নাবালিকা মেয়ে। নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষনের মামলায় অভিযুক্তকে সৎ বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বারাসাত আদালত। পকসো আইনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীর নাম টুনটুনি সর্দার।

ঘটনাটি ঘটেছিল নিউটাউন থানা এলাকায়। ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর সাড়ে তেরো বছরের নাবালিকা তার বাবার কুকীর্তির কথা প্রকাশ্যে এনেছিল। অভিযোগ তাঁর মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রায় তিন মাস ধরে তাকে ধর্ষণ করত সৎ বাবা টুনটুনি সর্দার। ভয়ে, লজ্জায় কাউকেই সেকথা বলতে সাহস পায়নি নাবালিকা। কিন্তু ক্রমেই নির্যাতনের পরিমাণ বেড়েই চলছিল। শেষে নির্যাতন আর সহ্য করতে না পেরে গত ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় নির্যাতিতা নাবালিকা স্থানীয় ক্লাবের ছেলেদের কাছে গিয়ে তাঁর সৎ বাবার কুকীর্তির কথা জানিয়েছিল। এরপরেই ক্লাবের ছেলেরা প্রতিবেশী মহিলাদের বিষয়টি জানান। প্রতিবেশী মহিলারা নির্যাতিতার কাছে পুরো বিষয়টি জানার পরেই তাঁরা নাবালিকাকে নিয়ে নিউটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করে। গত ২০২১ এর ২৮ অক্টোবর নির্যাতিতার অভিযুক্ত সৎ বাবা টুনটুনি সর্দারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইন সহ অন্যান্য ধরতে মামলা রুজু করে পুলিশ। গত তিন বছর ধরে বারাসাত আদালতে মামলা চলাকালীনই ১৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। মামলার শেষে মঙ্গলবার বারাসতের পকসো আদালতের বিচারক অভিযুক্ত সৎ বাবা টুনটুনি সর্দারকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বুধবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

সরকারি পাট্টা ও খাসজমি দখলের অভিযোগ, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জমিকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সরকারি পাট্টা ও খাসজমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ। একটি বেসরকারি ফার্মের বিরুদ্ধে। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর ব্লকের কালিদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের। হুচুকপাড়া গ্রামের এলাকার থেকে বাদারগোড়া মোড়ের এলাকার মাঝামাঝি উলুবেড়িয়া গ্রামের নিকটে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে ও পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে ওই সরকারি খাস জমি দখল মুক্ত করতে হবে এবং রাস্তা কোনও ভাবে বন্ধ করা চলবে না। প্রশাসনকে মেটাল শহর স্টেশনে যাওয়ার রাস্তার চিহ্নিতকরণ করতে হবে।

এর পাশাপাশি ওই জমিতে কী প্রজেক্ট হবে তা আগাম গ্রামবাসীদের জানাতে হবে বলে জানান গ্রামবাসীরা এবং গ্রামের বাসিন্দা নির্মল সরেন, অর্জুন হাঁসদা বলেন, 'মোট সাত একর সরকারি খাস জমি, তার মধ্যে দেড় একর খাস জমি এলাকাবাসীদের পাট্টা দেয় সরকার। কিন্তু ওই সমস্ত জমির ওপর হঠাৎ করে প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে ওই জমি দখল করতে চায়। এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি তাই আমরা গ্রামবাসীরা রাস্তাতে টায়ার জ্বালিয়ে ও পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানালাম।' এরপরও প্রশাসন কোনও সুরাহা না করেন তা হলে আগামী দিন বৃহত্তম আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবেন গ্রামবাসীরা।

ম্যানগ্রোভ পুজোর মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন দিবস পালন

সুমন তালুকদার

হিঙ্গলগঞ্জ: ম্যানগ্রোভ পুজো, বৃক্ষরোপণ করে চার নদীর মোহনায় ভাসমান জেটির উপর সুন্দরবন দিবস পালিত হল। বুধবার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে বিগত দিনের মত এই দিনটি ধুমধাম করে পালন করল জেলা প্রশাসন। সুন্দরবন দিবসে অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন, রায়মঙ্গল নদীর গর্ভে ভাসমান যেটির উপর পালিত হল সুন্দরবন দিবস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটে মহকুমা শাসক আশিস কুমার, হিঙ্গলগঞ্জের ভিডিও দেবদাস গাঙ্গুলি, হিঙ্গলগঙ্গের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী, বিশিষ্ট শিক্ষক তুষার মণ্ডল সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন সুন্দরবনের মঙ্গলের ম্যানগ্রোভ পুজো করে আরও গাছ লাগিয়ে ১১ ডিসেম্বর সুন্দরবন দিবস পালিত হল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে

চার নদীর মোহনায় গিয়ে ভাসমান যেটির উপর দিনটি উদযাপিত করে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন সুন্দরবনের গাছ, জীব জন্তুদের সুরক্ষার। এদিন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল বলেন, সুন্দরবন ও সেখানকার জীব-জন্তুদের সুরক্ষা দেওয়ার কাজ আমাদেরই করতে হবে। নির্বিচারে গাছ কাটা যাবে না। প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভের চারা লাগিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বাঁচাতে হবে। সুন্দরবন বাঁচলে আমরা বাঁচব, নদীর বাঁধ সংরক্ষিত হবে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০১১ সালের পর থেকে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ১১তারিখে সুন্দরবন দিবস পালিত হয়ে আসছে ১৪ বছর ধরে। আজকের এই দিবসে অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করার বার্তা দেওয়া হল। মহকুমাশাসক আশিস কুমার বলেন, সুন্দরবন এলাকার প্রতিটি ব্লকেই এই দিনটি পালিত হচ্ছে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে বড় করে পালিত হল। সুন্দরবন নদী মাতৃক এলাকা, রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এখানে প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আটকানোর।

আলু পাচারের ঘটনায় ডাহি থেকে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম হয়ে ওডিশায় আলু পাচারের ঘটনায় ডাহিতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৫ জন। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম হয়ে ওডিশায় আলু পাচারের ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ৫ জন। রাজ্যের আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। তাই ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড সীমানায় রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের বাংলা-ওডিশায় সীমানা লাগুয়া এলাকায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশের পক্ষ থেকে আলু পাচার রুখতে কড়া নাকা চেকিং চলছিল। মঙ্গলবার সেই নাকা চেকিং চলাকালীন নয়াগ্রাম থেকে ওডিশার দিকে যাচ্ছিল তিনটি আলু বোঝাইকারী লরি। ফলে ওই তিনটি আলু বোঝাই লরিকে আটক করে প্রয়োজনীয় নথি দেখতে চায় পুলিশ। কিন্তু প্রয়োজনীয় নথি না থাকায় তিনটি গাড়িকে আটক করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ, সঙ্গে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম সুব্রত পাহান (৩৪), চণ্ডী পাল (৩৪), মধুসূদন মণ্ডল (৫১), বাপ্পা কপাট (৩০), মৃন্ময় পতিহার (৩৩)। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এই গাড়িগুলি আলু বোঝাই করে ওডিশার দিকে যাচ্ছিল সেই সময় পুলিশের নাকা চেকিংয়ে আটক করা হয়। এর পাশাপাশি ওই তিনটি আলু বোঝাইকারী লরিকে বাজেয়াপ্ত করেছে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। বুধবার পাঁচজন ধৃত ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। যার ফলে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে পুলিশের কড়া নাকা চেকিং চলার সময় ওই তিনটি আলু বোঝাই লরিকে আটক করা হয়।

পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

(রেজিঃ নং- ৪২, তারিখ- ১৩.০৩.১৯৬০)
গ্রাম- পশপুর, পোঃ- পশপুর, জেলা-হুগলী

স্মারক সংখ্যা ঃ -------　　তারিখ ঃ -----

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ২৫.০১.২০২৫ তারিখ শনিবার (বাংলা ১১ ই মাঘ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচনক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া প.ব. সমবায় আইন ২০০৬, প.ব. সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘঠিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোট দানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে-

স্থান- পশপুর
তাং- ০৫.১২.২০২৪

ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গিপাড়া ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্য ও সদস্যাগণ	সাধারণ-৬জন, মহিলা সংরক্ষিত-২জন, তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১জন	সমিতির কার্যালয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক-এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণ পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিটকার্ড (ছবিযুক্ত গ্রাহ্য)।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, প.ব.-এর প্রনিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।
*** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ১২.১২.২০২৪, সময় সকাল ১১টায়।
*** খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের স্থান- ক)সমিতির কার্য্যালয়, খ) হুগলী ডি.সি.সি.বি.ব্যাঙ্ক.লি., গ) রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত , ঘ) ব্লক অফিস।
*** আপত্তি নথিভুক্ত করার তারিখ, স্থান, সময়
** ১৩.১২.২০২৪ হইতে ২১.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন দুপুর ৩টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমিতির কার্য্যালয়ে তথ্য প্রমানদিসহ লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
* ২৩.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টায় সমিতির কার্য্যালয়ে লিখিত অভিযোগের শুনানী হবে।

ক্র. স.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৬.১২.২০২৪	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি	৩০.১২.২০২৪ হইতে ৩১.১২.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালকমণ্ডলীর সদ্যস নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	৩০.১২.২০২৪ হইতে ৩১.১২.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০২.০১.২০২৫	দুপুর ২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০২.০১.২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৩.০১.২০২৫	দুপুর ৩ টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৩.০১.২০২৫	দুপুর ৩ টার পরে	সমিতির অফিসগৃহ
৮	প্রার্থীদের সহিত সভা (প্রয়োজন থাকিলে)	০৩.০১.২০২৫	দুপুর ৩ টা	সমিতির অফিসগৃহ
৯	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	২৫.০১.২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	ভোটগণনা	২৫.০১.২০২৫	নির্বাচনের অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১১	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	২৫.০১.২০২৫	ভোট গণনার অব্যহিত পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর
ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাক্ষর
স্বপন কুমার পাল
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/ ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) **মেসার্স শিব শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ** (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রী অবিনাশ সরদার) ঠিকানা : গ্রাম : সামালি, পো : নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪। ২) **শ্রী অবিনাশ সরদার** (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী শঙ্কর সরদার, স্বত্বা : মেসার্স শিব শঙ্কর এন্টারপ্রাইজ, ঠিকানা : গ্রাম : সামালি, পো :নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪। ৩) **শ্রী সমর সরদার** (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) পিতা ধীরেন্দ্র নাথ সরদার, ঠিকানা : গ্রাম : সামালি, পো :নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪। ৪) **শ্রী শঙ্কর সরদার** (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) পিতা ধীরেন্দ্র নাথ সরদার, ঠিকানা : গ্রাম : সামালি, পো :নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪। শাখা : **উস্তি**	০৩.০৯.২০২৪ এবং ০৯.১২.২০২৪	**৫৭,৬৪,২৯৭.২০ টাকা** (সাতান্ন লাখ চৌষট্টি হাজার দুশো সাতানব্বই টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ০২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১৩.৭৩৫৩ ডেসিমেল এবং ভবন, বাস্তু জমি, খতিয়ান নং ১১৮৭, বর্তমানে খতিয়ান নং ২৭৮১এবং ২৯১৮, আরএস দাগ নং ৪৯১১ এবং ৪৯৩১ এবং এলআর দাগ নং ৪৯৩৭ এবং ৪৯৫৭, মৌজা : রসপুঞ্জ, জেএল নং ১৫, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারী শ্রী সমর সরদার এবং শ্রী শঙ্কর সরদার উভয়ের পিতা ধীরেন্দ্র নাথ সরদার, সাকিন ঠিকানা : গ্রাম : সামালি, পো :নাহাজারি, ব্রাহ্মণ পাড়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৪, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ১-১৫১১/১৭ তাং ২৯.০৩.২০১৭। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুকুর, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** অমর সরদার, **পশ্চিমে :** আউসলা সরদার।
২	১) **শ্রীমতি সবিতা কুন্দল** (জামিনদাতা/প্রয়াত শ্রী নিখিল রঞ্জন কুন্দল ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী) স্বামী শ্রী নিখিল কুন্দল, ঠিকানা : গ্রাম : জগন্নাথপুর, পো : সাহারারহাট, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ২) **শ্রী আনন্দ কুন্দল** (প্রয়াত শ্রী নিখিল রঞ্জন কুন্দল, ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা শ্রী নিখিল কুন্দল, ঠিকানা : গ্রাম : জগন্নাথপুর, পো : সাহারারহাট, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ৩) **শ্রীমতি তনুশ্রী চানক** (প্রয়াত শ্রী নিখিল রঞ্জন কুন্দল, ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী), পিতা শ্রী নিখিল কুন্দল, (স্বামী কুমারেশ চানক), ঠিকানা : গ্রাম : জগন্নাথপুর, পো : সাহারারহাট, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ৪) **শ্রীমতি বনশ্রী ঘোষ** (প্রয়াত শ্রী নিখিল রঞ্জন কুন্দল, ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী) (স্বামী পূর্ণেন্দু ঘোষ), ঠিকানা : গ্রাম : জগন্নাথপুর, পো : সাহারারহাট, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। শাখা : **ফলতা**	১৩.০৯.২০২৪ এবং ০৯.১২.২০২৪	**১৬,২৭,১৭৫.৯১ টাকা** (ষোলো লাখ সাতাশ হাজার একশ পঁচাত্তর টাকা এবং একানব্বই পয়সা) ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, পরগনা : পেচাকুলি, মৌজা : ঈশ্বরীপুর, দাগ নং ৫৮৪, জেএল নং ২৫, খতিয়ান নং ৯৪৪,বেলসিংহ নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : সাহারারহাট, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ১-২০০/২০০০ এবং অনুমোদিত সাব রেজিস্ট্রি অফিস ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কর্তৃক, স্বত্বাধিকারী নিখিল রঞ্জন কুন্দল। **চৌহদ্দি : দলিলে উল্লিখিত মতে : ১-২০০/২০০০ তারিখ ২২.০৩.২০১৭। উত্তরে :** ফলতা রোড; **দক্ষিণে :** পুকুর; **পূর্বে :** শিখা কুন্দল এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** প্রয়াত শিশির রঞ্জন কুন্দল এর সম্পত্তি।

তারিখ- ০৯.১২.২০২৪, স্থান- কলকাতা　　স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2024-25/Legal/Nov/181　　১৩ নভেম্বর ২০২৪

স্পিড পোস্ট/ রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	**ঘোষ কেবিন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** ১১, পাইকপাড়া রাজা মনীন্দ্র রোড, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৭, ইমেল : souravghosh499@gmail.com মোবাইল নং : ৭২৭৮৮৫৩০৬৯।	২.	**শ্রী শেখর ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ২)** ৩৭ডি/১জি, আরএম রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৭, ইমেল : souravghosh499@gmail.com মোবাইল নং : ৭২৭৮৮৫৩০৬৯
৩.	**শ্রী অনুপ কুমার ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ৩)** ৩৭ডি/১জি, আরএম রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৭, ইমেল : souravghosh499@gmail.com মোবাইল নং : ৭২৭৮৮৫৩০৬৯।	৪	**শ্রী সৌরভ ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ৩/বন্ধকদাতা ৪)** ৩৭ডি/১জি, আরএম রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৭ ইমেল : souravghosh499@gmail.com মোবাইল নং : ৭২৭৮৮৫৩০৬৯
৫	**শ্রী ভানু ঘোষ (সহ ঋণগ্রহীতা ৪/বন্ধকদাতা ৫)** ৩৭ডি/১জি, আরএম রোড বেলগাছিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৭, ইমেল : souravghosh499@gmail.com, মোবাইল নং : ৭২৭৮৮৫৩০৬৯।		

(পরবর্তীতে একত্রে ''ঋণগ্রহীতাগণ'' হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (''এএফএল''), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে মঞ্জুর করা মেয়াদী ঋণ আরও বিশেষভাবে এখানে তফসিল এ-তে বর্ণনা করা হয়েছে, মোট আইএনআর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লাখ টাকা) ('ঋণ সুবিধা') সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সারফেসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) এর অর্থের মধ্যে তফসিল এ-তে বর্ণিত উপরোক্ত নিরাপত্তা একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
২. যেহেতু ঋণগ্রহীতারা আপনার সমান মাসিক কিস্তি (এমআইএস) পরিশোধের জন্য ক্রমাগত দাখিল খেলাপ করেছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে (''এনপিএ'') কার্যকর ০৩.১১.২০২৪ তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রহীতাকে তা জানানোও হয়েছে।
৩. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল দ্বারা আপনাকে জানানো হয়েছিল ০৭.১১.২০২৪ তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে যার রেফারেন্স নং AFL/NPA/CO/Nov-24/2446 ঋণ সুবিধার জন্য।
৪. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ ক্রেডিটর আর্থিক সম্পদ এবং এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এতদ্বারা আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবং পৃথকভাবে সিকিউরড ক্রেডিটরের প্রতি বকেয়া পরিমাণ/সমষ্টি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আইএনআর ৪৬,৪৮,৫২৯/- **(ছেচল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশ উনত্রিশ টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী পর্যন্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ সহ এখানে তফসিল বি-তে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে এই তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধে সুরক্ষিত এখানে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার কাছে উপলব্ধ নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পাওনাদারকে বাধ্য করা হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
ক তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিতে হবে, যার মধ্যে এটি আদায় করার জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে;
খ. ধারা ১৩(৪)(বি) এর শর্তাবলীতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার সহ আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন সারফেসি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী।
গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে;
ঘ যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি আপনার কাছ থেকে যে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে কোনো টাকা বকেয়া আছে বা আপনার কাছে বকেয়া হতে পারে, তাকে এএফএল কে প্রদান করতে হবে, তাই অর্থের বেশিরভাগই সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট
৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিল এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে) হস্তান্তর করা হবে না। সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধানগুলিতে আপনার মনোযোগ আমন্ত্রিত।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এএফএল এর ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় বহন করবে এবং আনুষঙ্গিক সেইগুলি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই সংবিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যেটি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা এবং/অথবা চুক্তি বা উভয় অনুযায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত

অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

ঋণ সুবিধা প্রেক্ষিতে জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ১ পরিমাণ আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (আনুমানিক) একতলায়, ভবনের নাম পরিচিত ''মোহনা অ্যাপার্টমেন্ট'' এবং নির্মিত প্লট জমি পরিমাণ আনুমানিক ৮০৩.৫ বর্গ মিটার অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৬৭/১এ, বি টি রোড (দলিল অনুযায়ী) এবং ৬৭/১এ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (ট্যাক্স নথি অনুযায়ী) , থানা : টালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২০। ভবন/প্লট এর চৌহদ্দি : পূর্বে : অ্যাকোলি হাউস, পশ্চিমে : বি টি রোড, উত্তরে : রাজা মহীন্দ্র রোড, দক্ষিণে : ৬৭/১এফ, বি টি রোড।

তপশিল বি
৫ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
বন্ধকী ঋণ (ক্রেডিট ফেসিলিটি)	০৪৫৬এমএমএ০০০০৪১০৪	৫০,০০,০০০	৪৪,৩২,৭৩২	১,৯৩,৮৮৫	২১,৯১২	৪৬,৪৮,৫২৯
মোট বকেয়া						৪৬,৪৮,৫২৯/-

দ্রষ্টব্য : সুদ প্রযোজ্য হাবে।

নিমন্ত্রণ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ২ কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই কিশোরের। মৃতেরা সম্পর্কে দুই ভাই। ডাম্পারের পিছনে সরাসরি গিয়ে ধাক্কা মারে মোটরবাইক। আর তাতেই বাইকে থাকা দুই কিশোরের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। যদিও ওই মোটর বাইকে থাকা আরেক আরোহী গুরুতর জখম হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। অবশ্য ওই আহতদের নাম জানা যায়নি। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুই পরিবারের একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছে অভিভাবকেরা। পুলিশ রাতেই

ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছে। পাশাপাশি মৃত দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মোটর বাইকে থাকা তিনজনের মাথায় হেলমেট ছিল না। মৃতদের নাম সোমনাথ ঘোষ (১৬) এবং সৌরভ রায় (১৭)। সোমনাথের বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের খৈহাট্টা এলাকায়। সে বাচামারি জিকে হাইস্কুলের দশম শ্রেণিতে পাঠরতা ছিল। সামনে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। অপর মৃত সৌরভ রায়ের বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায়। সে একটি দোকানে কাজ করত। মৃত দুই কিশোরের বাবা চিত্ত ঘোষ এবং ধীরেন রায় পেশায় দিনমজুর। মৃত দুই কিশোরের মামা শংকর রায় বলেন, নারায়ণপুর এলাকায় এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। এদিন সেখ নেই আমরা সকলেই নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। ওরা মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার জন্য বেরিয়েছিল। কিন্তু নারায়ণপুর স্ট্যান্ডের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতেই ঘটনাস্থলে দুইজনে মৃত্যু হয়েছে।

মৃতদের আরেক আত্মীয় বরুণ ঘোষ বলেন, আমার দুই দিদির দুই ছেলে। মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। পরিবারে ওদের একমাত্রই ছেলে ছিল। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, রাত এগারোটা নাগাদ নারায়ণপুর স্ট্যান্ডের কাছে একটি ডাম্পার দাঁড়িয়েছিল। মোটরবাইকে থাকা ওই তিনজন বুঝতে পারেনি। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে ধাক্কা লাগে মোটরবাইকে। ঘটনাস্থলে দুইজনেই মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের অনুমান, কুয়াশাজনিত কারণে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে।

আরামবাগে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আরামবাগের মাদারচক এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ওই গৃহবধূর স্বামী ও তার পরিবারের লোকজন। পুলিশ তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম সাবেরা খাতুন (২৫)। বছর খানেক আগে ভালোবেসে মাদারচকের শেখ মাসুদের সঙ্গে আরামবাগ শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের চাঁদুর জমাদার পাড়ার বাসিন্দা শেখ হাসমত আলির মেয়ে সাবেরার বিয়ে হয়। শেখ মাসুদ কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকে বলে জানা গেছে। মৃত গৃহবধূর পরিবারের দাবি, চারমাসের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় গত কয়েকদিন সে বাপের বাড়িতেই ছিল। গত মঙ্গলবার ওই গৃহবধূর স্বামী মাদারচকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রীকে চাঁদুর থেকে বাড়িতে নিয়ে আসে। বুধবার দিন সকালে তার পরিবারের লোকজন মেয়ের শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশীদের কাছে জানতে পারেন যে তাদের মেয়েকে

খুন করা হয়েছে। তার দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পান তারা। যদিও মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন ততক্ষণে পলাতক। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আরামবাগ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ। কেউ কেউ জানান, সেই ভাবে ঝগড়া বা অশান্তির কথা শোনেননি তারা। তাই কি কারণে তাকে এই ভাবে খুন করা হল তা জানা যায়নি। তবে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন এলাকার বাসিন্দারা ও মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

মৃতা গৃহবধূ সাবেরার এক পিসি ফরিদা বেগম বলেন, আমার ভাগ্নীকে মেরে দিল ওরা। মঙ্গলবারই ওকে যেতে বলেছিল বলে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এই অবস্থাতেই খুন করে দিল। পুলিশ যেন কঠোর শাস্তি দেয়। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ দখল করার হুমকি মালদা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ১৫ মিনিটের জন্য বর্ডার খুলে দিলে এ রাজ্যের সংখ্যালঘুরাই বাংলাদেশ দখল করে নেবে। দলীয় কার্যালয়ে বসে এভাবেই বাংলাদেশ দখলের হুমকি দিয়েছেন মালদা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি টিংকুর রহমান বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিএনপি পার্টির আমাদের দলনেত্রীর তথা মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে। তাই ওদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘুদের কতটা ক্ষমতা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লিগ প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ছাড়তেই বাংলাদেশে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছে, বিএনপি সহ বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। আর তারই প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক ভারত বিরোধী কথাবার্তায় যেন মাত্রা ছাড়িয়েছে বাংলাদেশ। কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের বিএনপি'র এক নেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রসঙ্গে কু-মন্তব্য করেছিলেন। আর তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন এভাবেই বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তৃণমূলের জেলার সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি টিংকুর রহমান বিশ্বাস। তিনি বলেন, গত মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখেছি বিএনপি'র এক লিডার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে যেন ব্যঙ্গ করছিলেন। আমি বলতে চাই আমরা সংখ্যালঘু মুসলিম যারা আছি পশ্চিমবঙ্গে বাস করি আমাদের জন্য যথেষ্ট বাংলাদেশ। আমি বলেছি ১৫ মিনিটের জন্য বর্ডার খুলে দিন বাংলাদেশ দখল করে নেব। এ রাজ্যের সংখ্যালঘুটাই বাংলাদেশ দখল করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেখানে পুলিশ, সেনাবাহিনী কিছুই লাগবে না। বাংলাদেশ একটা ছোট্ট রাষ্ট্র, যার জন্ম দিয়েছে ভারতবর্ষ। এক সময় বাংলাদেশ থেকে আসা ৭ লক্ষ শরণার্থীকে দিয়েছে ভারত সরকার। তাদের খাওয়া দাওয়া করিয়ে নিজের দেশে পাঠিয়েছিল। সেই বাংলাদেশ আজকে যে জাতির পিতাকে চেনে না, মূর্তি ভাঙে তার থেকে কি আর আশা করতে পারি।

রাজস্থান থেকে গলসির নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সাফল্য। দীর্ঘ চেষ্টার পর নিরুদ্দেশ থাকা নাবালিকাকে রাজস্থান থেকে উদ্ধার করল গলসি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ইংরেজি মাসের ১১ নভেম্বর গলসি থানায় এক ১৭ বছরের নাবালিকার নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়। পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গলসি থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে। ২০২৩ সাল থেকে বিভিন্ন ভাবে ওই নাবালিকার খোঁজ চালায় পুলিশ। বহু চেষ্টার পরেও ওই নাবালিকার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও তদন্তকারী অফিসাররা হাল ছাড়েননি।

অবশেষে একবছর পর চলতি মাসের গত ৪ তারিখে সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ রাজস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেখানে ৭ তারিখে স্থানীয় পালরি-এম থানার সহায়তায় যোধপুর স্টেশন থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পোশালিয়া গ্রাম থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই নাবালিক ও ধৃত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার বর্ধমানে ফিরে আসে পুলিশ। বুধবার ধৃত ব্যক্তিকে বর্ধমান আদালতে পেশ করলে বিচারক তাঁকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। নাবালিকার নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে অন্য কোনও রহস্য ছিল কিনা বা আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে গলসি থানার পুলিশ।

সাগরপাড়ায় বিস্ফোরণস্থলের নমুনা সংগ্রহে ফরেন্সিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরপাড়া: মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ায় বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল। বুধবার দুপুরে তিনজনের ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে ছিলেন সাগরপাড়া থানার ওসি, ডোমকল এসডিপিও, সিআই। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, বিস্ফোরণে কি মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতেই ফরেন্সিক টিম ডাকা হয়েছিল। নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। নমুনা পরীক্ষার পরই জানা যাবে বোমা তৈরিতে কী কী মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল। গত সোমবার সাগরপাড়ায় বোমা বাঁধরে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তিনজনের। ঘটনায় গুরুতর জকগম হয় আরও দু'জন। মৃত এক ব্যক্তির বাড়িতেই বোমা বাঁধা হচ্ছিল বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। বিস্ফোরণের পর তিনদিন কেটে গেলেও এখনও কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল তা জানতে পারেনি পুলিশ। তাই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দলের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তাদের তিনজন আধিকারিক

ঘটনাস্থলে এসেছেন। বিস্ফোরণে ভেঙে পড়া বাড়ির মধ্যে ঢুকে নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তাঁরা। বিস্ফোরণে বাড়ির ছাদও উড়ে গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসে বোমা বাঁধতে উচ্চ ক্ষমতাশালী বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল। এদিকে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দল আসায় গ্রামে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে। কোথাও আরও বিস্ফোরক মজুত থাকতে পারে বলেই গ্রামবাসীরা সন্দেহ করছেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএমের কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও পতাকা পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে কেশিয়াড়ি ব্লকের বুথ এলাকায়। বুধবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সিপিআইএমের অভিযোগ, এলাকায় অশান্তি ছড়াতে তৃণমূল এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগ, মঙ্গলবার কেশিয়াড়ির বুথ এলাকার হাতিগেড়িয়া এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন ছিল। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর সিপিআইএম কর্মীরা বাড়ি চলে যায়। গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সম্মেলন মঞ্চ, পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দলীয় পতাকাগুলি পুড়িয়ে দেয় এবং তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেয়। বুধবার সকালে বিষয়টি সিপিআইএম কর্মীদের নজরে এলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছে, ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ জড়িত নয়। সিপিএম চক্রান্ত করে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কেশিয়াড়ির বিধায়ক পরেশ মুর্মু বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি। তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। এখন সিপিএমের লোকজন সব বিজেপিতে ঢুকে গিয়েছে। এটা তাদের আভ্যন্তরীণ লড়াই কিনা সেটা সঠিক তদন্ত হলেই বোঝা যাবে। সিপিএমের যারা বিজেপিতে ঢুকেছে তারাই তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

৫ হাজার ভক্ত সমন্বয়ে মায়াপুর ইসকনে গীতা জন্মজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পাঁচ হাজার ভক্ত সমন্বয় ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে পাঁচ দিনব্যাপী গীতা জয়ন্তী উৎসবের বুধবার অন্তিম দিন। এদিন বিশ্ব

শান্তি যোগ্য সহ ইসকনের দেশীয় বিদেশি ভক্ত সমন্বয়ে বিভিন্ন ভাষায় এই গীতা পাঠের আয়োজন। মূলত গীতা জন্মজয়ন্তী হিসেবে এবারে ২৮তম এই উৎসব পালিত হচ্ছে মায়াপুর ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে। সেদিন সকাল থেকেই দেশ ও বিদেশের হাজার হাজার ইসকন ভক্তরা একত্রিত হয়ে এই গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এ বিষয়ে স্কলের জনসংযোগ আধিকারিক রশিকে গৌরাঙ্গ দাস জানান, এবছরের মতো ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর ইসকনে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে গীতা জন্ম জয়ন্তী উৎসব ও বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত সমাবেত হয়েছে এই গীতা জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। প্রায় ৫ হাজার ভক্ত একসঙ্গে একত্রিত হয়ে গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করছেন।

সীমান্তে ফেনসিং নিয়ে আলোচনা জেলাশাসকের দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সীমান্ত নিরাপত্তায় ফেনসিং দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই উপলক্ষে বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাতের জেলাশাসকের দপ্তরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও জেলে প্রশাসনের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি, এডিএমএলআর শামিউল আলম সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিএসএফ এর আধিকারিকেরা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে বসিরহাট মহকুমার প্রায় ২৫০ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত। পাশেই বাংলাদেশ। সেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতি ও জমি জটের কারণে অসুরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। ৫৫ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ ফেনসিং করা যায়নি। ফলে অনুপ্রবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসেই ফেনসিংয়ের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই নিরিখেই সীমান্ত এলাকায় ফেনসিং দেওয়ার ক্ষেত্রে যে জমি সমস্যা রয়েছে তা মেটানোর জন্যই এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে একটি মিটিং হয়। সেই মিটিং ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিএসএফ এর আলোচনা হয়। সবদিক রক্ষা করেই যাতে দেশের সুরক্ষার জন্য ফেনসিং করা যায় সেই বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

আইফোন কেনার নাম করে ২ যুবককে মারধর ও লুটের অভিযোগ, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আইফোন কেনার নাম করে দুই যুবককে ডেকে হাতে মুখ বেঁধে গলায় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে দুটি আইফোন সহ নগদ ১০ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা ওই দুই যুবককে। চিৎকার করে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচল ওই দুই যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার তোপখানা পাড়া এলাকায়। আহত ওই দুই যুবকের নাম বাবলু দাস এবং সম্রাট দাস। তাদের বাড়ি বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে। আত্মীয়দের মারফত বিদেশ থেকে ফোন কিনে অনলাইনের মাধ্যমে বৈধ কাগজপত্র সমেত এ দেশে বিক্রি করার ব্যবসা রয়েছে তাদের। সেলিম মালিতা নামে এক ব্যক্তি দুটি ফোন কেনার জন্য অনলাইনে অর্ডার করেন। পাশাপাশি আগাম ৫০০ টাকা ফোন কেনার জন্য পাঠিয়ে দেয় তাদের। মঙ্গলবার দুটি ফোন নিয়ে ওই দু'জন যুবক সেলিম মালিতার কাছে দিতে আসে। তখন অভিযুক্ত ওই দুই যুবককে একটি ক্লাবে ডেকে নিয়ে যায়। এরপরই ক্লাবের ভেতর ঢুকিয়ে মারধর শুরু করে। তাদের কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা কেড়ে নেওয়া হয়। পাশাপাশি যেই দুটি আইফোন তারা নিয়ে এসেছিল সেই ফোনগুলিও কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর কোনওরকমে চিৎকার চেঁচামেচি করে ক্লাব থেকে রাস্তায় পালিয়ে আসে তারা। এরপরই স্থানীয়রা সেখানে জড়ো হতেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ওই দুই যুবককে থানায় নিয়ে আসে। এরপর ওই দুই যুবক আহত অবস্থায় শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যায়। ইতিমধ্যেই শান্তিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

কালনার সৌন্দর্যায়নে ফের টেন্ডার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পর্যটনের মানচিত্রে মন্দিরময় শহর কালনাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে আলো দিয়ে সৌন্দর্যয়ান করার কাজ শুরু হয়ে ছিল বেশ কয়েক বছর আগে। বর্তমানে বেশ কিছু মন্দির অন্ধকারময় হয়ে পড়ে আছে। এছাড়াও বর্ষা এলেই মন্দিরে জল জমে। নিকাশি ব্যবস্থা এবং রাস্তার ভীষণ প্রয়োজন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকগণের সঙ্গে কালনার চেয়ারম্যান রাজবাড়ি চত্বরে একটি বৈঠক করেন। রাজ্য সরকারের ব্যয়ে আলোতে মন্দির সৌন্দর্যের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে সঠিক সময়ে অনুমতি প্রদান না হওয়ায় টেন্ডারটি পরবর্তীকালে আবার নতুন করে ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কালনা চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। সামগ্রিক ভাবে বিদেশি পর্যটক তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও অন্য রাজ্য থেকে আসা পর্যটকদের কাছে মন্দিরময় শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যদিও পুরাতত্ত্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি।

অজগর সাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার সকালে অণ্ডাল থানার রামপ্রসাদপুর পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন ১/৫ কলোনি এলাকায় উদ্ধার হল একটি বিশাল অজগর সাপ। বেলা ১১টা নাগাদ পথচলতি মানুষের নজরে আসে সাপটি। খবর ছড়িয়ে পড়তে সেখানে ভিড় জমান কৌতুহলী মানুষজন অনেকে। স্থানীয়রা সাপটি বস্তাবন্দি করে খবর দেয় প্রশাসনকে। স্থানীয়রা বলেন, এলাকায় আগে কখনও অজগর সাপ দেখা যায়নি। তাই সাপটি কোথা থেকে আবির্ভাব হল সেই নিয়ে শুরু হয়েছে কৌতুহল।

ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বুধবার সাতসকালে অণ্ডালের বনবহাল ফাঁড়ির অন্তর্গত পিওর জামবাদ ৬ নম্বর পিট এলাকার বাসিন্দা মেঘনাদ হরিজন নামে বছর ৫৮ র এক ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি সামনে এসেছে বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে। খবর দেওয়া হয় অণ্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মৃত ইসিএল কর্মীর ছেলে ভীমসেন হরিজন জানান, এদিন ভোরবেলা তাঁর মা তাঁকে ফোনে জানান বাবা মেঘনাথ মঙ্গলবার থেকে নিজের কাজে যাওয়ার পর সকাল পর্যন্ত বাড়ি ফেরেননি। খোঁজখবর নিতে জানতে পারেন, তাঁর বাবার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন। তবে এই মৃত্যুর পেছনে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা তদন্ত সাপেক্ষ বলেই মনে করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দা রবীন্দ্র কুমার যাদব জানান, বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ এ ঘটনা সামনে আসে। মৃত পিসিএল কর্মী মেঘনাদ হরিজন পিওর জামবাদ কোলিয়ারির ছ' নম্বর পিট এলাকার বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে ইসিএলে কর্মরত ছিলেন। এটা নিছকই আত্মহত্যা না অন্য কোনও রহস্য রয়েছে এর পিছনে, তা নিয়ে সন্দিহান তিনি। পুলিশ গোটা বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিবাদ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যজুড়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে নামল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে বুধবার কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের কর্মী সমকর্থকরা।

এদিন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর কাঁকসার বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেন কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন কংগ্রেসের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস। কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেস নেতা মোজাম্মেল হক, ধর্মেন্দ্র শর্মা সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে জমি কেলেঙ্কারি ও জমি দুর্নীতি একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কাঁকসা ব্লকেও কোথাও আদিবাসীদের জমি কারও নামে হয়ে যাচ্ছে, কোথাও সরকারি জমি ব্যক্তি মালিকানা হয়ে যাচ্ছে। কাঁকসা ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর একটা দুর্নীতির জায়গা হয়ে গিয়েছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ।

তাই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁরা এদিন কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পর বিডিও অফিসে একটা স্মারকলিপি জমা দেন। কাঁকসা ব্লকজুড়ে আগামী দিনে যদি এই দুর্নীতি বন্ধ না হয় তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

নদীতে হাঁটু জল পেরিয়ে স্কুলে যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নদী পেরিয়ে স্কুল, বছরের অধিকাংশ সময় হাঁটু জল পেরিয়ে স্কুলে যায় সিমলাপালের সাঁইড়ি, আকড়ো, পুইপাল, খামারডাঙা সহ একাধিক গ্রামের ছেলেমেয়েরা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে যাওয়ার এই ছবি দশকের পর দশকের। গ্রামের মানুষের আক্ষেপ, 'দিন বদলালেও পরিস্থিতি বদলায়নি। কয়েক দশক আগে আমরা এই নদী ডিঙিয়ে স্কুলে যেতাম, এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে।'

উল্লেখ্য, শিলাবতী নদী তীরবর্তী সিমলাপালের সাইড়ি সহ একাধিক গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয় নদীর ওপারে লায়েকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। বর্ষার দিনগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ, কারণ সিমলাপাল হয়ে অন্তত ১৫ কিলোমিটার ঘুরে স্কুলে পৌঁছনো একেবারেই অসম্ভব। গ্রামবাসীদের দাবি, 'এলাকায় তেমন কোনও স্কুল নেই, ফলে নদী পারের লায়েকপাড়াই ভরসা। ছেলেমেয়েদের স্কুলে

পাঠিয়েও আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। তবে বেশি সমস্যা হয় পরীক্ষার দিনগুলিতে। সেই সময়ে নদীতে জল বাড়লে ঘুরপথে নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পৌঁছনোই অসম্ভব হয়ে পড়ে।' এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই এলাকায় একটি সেতু তৈরী জরুরি বলে তাঁরা জানান।

ছাত্রছাত্রীরাও জানিয়েছে, 'বর্ষার দিনগুলিতে আমাদের স্কুলে যাতায়াত বন্ধই থাকে। ফলে পড়াশোনায় যথেষ্ট ক্ষতি হয়।' জঙ্গলমহলের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবে না রাজ্য প্রশাসন, দাবি বিজেপির। দলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল বলেন, প্রশাসনিক উদাসীনতার শিকার ওই গ্রামের ছাত্রছাত্রী। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে তাঁরা কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

যদিও এই ব্যবস্থার পিছনে ওই এলাকার অভিভাবকদের দিকেই আঙুল তুলেছেন তালডাংরার নব বির্বাচিত বিধায়ক তথা ঘটনাচক্রে ওই এলাকার বাসিন্দা ফাল্গুনী সিংহবাবু। তিনি বলেন, 'শিক্ষা জীবনে আমরাও নদী পেরিয়ে স্কুলে গিয়েছি। তবে সমস্যা সমাধানে ওই এলাকার বাঁশিপুরে উচ্চ প্রাথমিক স্কুল তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু ওই স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের অভিভাবকেরাই পাঠাচ্ছেন না।' তবে শুধুমাত্র ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য সেতু তৈরি সম্ভব নয় বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ঔরস উৎসবে সম্প্রীতির বন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দক্ষিণ দামোদর এলাকার বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তের গ্রাম ইন্দাসের জিনকরা। এই গ্রামেই রয়েছে বাবা বুড়ো পীরের মাজার। 'ধর্ম যাঁর যাঁর, উৎসব সবার এই 'মন্ত্রে'ই বিশ্বাসী এই এলাকার মানুষ, সে কারণেই গত ২৯ বছর ধরে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে বাবা বুড়ো পীরের ঔরস উৎসবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন ডাঃ নূর আলম-সুকুমার রুইদাসরা।

এই গ্রামে বাবা বুড়ো পীরের ঔরস উৎসব ঘিরে আনন্দোৎসবে মাতেন হিন্দু-মুসলিম ধর্মাবলম্বী সকলেই। দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ পীরের মাজারে মানত করেন, চাদর চড়ান। সঙ্গে উপস্থিত প্রত্যেকেই পাশাপাশি বসে খিচুড়ি খান বলেও ওই এলাকার মানুষ জানিয়েছেন। গ্রামবাসী ডাঃ নূর আলম, সুকুমার রুইদাসরা বলেন, বাবা বুড়ো পীরের ঔরস উৎসব কোন বিশেষ ধর্মের অনুষ্ঠান নয়, আমাদের সবার।' এখানে তাঁরা সবাই একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন, আনন্দোৎসবে মাতেন বলেই জানিয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমানে চা গ্রামের বাসিন্দা পুতুল দাস এসেছিলেন পীর বাবার মাজারে চাদর চড়াতে। তিনি বলেন, 'দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। বাবার কাছে মানত করার পর সুস্থ হয়ে উঠেছি।' আর সেকারণেই মাজারে চাদর চড়াতে এখানে তাঁর আসা বলে তিনি জানান।

বাজে ফর্মের কারণে অধিনায়কত্বও বাজে হচ্ছে রোহিত শর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্নসমালোচনা ছিল দুজনকে নিয়েই। পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি দিয়ে আপাতত সে সমালোচনা থামিয়েছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু রোহিত শর্মার বাজে ফর্ম চলছেই। ফলে সমালোচনার তির থেকেও আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন না ভারত অধিনায়ক।

আর বাজে সময় চলতে থাকলে যা হয়, অন্য অনেক ভুলও তখন বড় হয়ে ওঠে। রোহিতের বেলায়ও সেটাই হচ্ছে। ব্যাট হাতে তাঁর বাজে ফর্মের কারণে অধিনায়ক রোহিতও মাঠে বাজে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন;এমনটা মনে করেন তাঁরই একসময়ের সতীর্থ হরভজন সিং এবং চেতেশ্বর পূজারা।

কোহলি-রোহিতের সময় কি তবে শেষ? এমন একটা প্রশ্ন বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে। বিশেষ করে টেস্টে খুব বাজে সময় যাচ্ছিল ভারতের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এই দুই ব্যাটসম্যানের। এই বছরের শুরু থেকে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ শুরুর আগপর্যন্ত ৬ টেস্টে ১২ ইনিংসে কোহলির রান ছিল মাত্র ২৫০, ফিফটি মাত্র ১টি, গড় ২২.৭২।

শুধু এই বছরই নয়, কোহলিকে চেনা রূপে দেখা যাচ্ছিল না বেশ কয়েক বছর ধরেই। ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে বর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ শুরুর আগপর্যন্ত এই প্রায় ৫ বছরে কোহলির টেস্ট সেঞ্চুরি মাত্র ২টি। এ সময়ের প্রথম দিকে কোহলির ব্যাটিং গড় ছিল ৫৫-এর মতো, যেটা এখন নামতে নামতে ৪৭.৭২ হয়ে গেছে। সেটাও পার্থে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরির পর। ওই সেঞ্চুরি বাদ দিলে এই সিরিজের দুই টেস্টের বাকি তিন ইনিংসে কোহলির রান ৫, ৭ ও ১১!

তবে একটা সেঞ্চুরি যেহেতু খুব সম্প্রতি পেয়েছেন, আপাতত সমালোচনা থেকেও কিছুটা মুক্তি মিলেছে ৩৬ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানের।

রোহিত শর্মার সেটা মিলছে না। এ বছর মার্চে ধর্মশালায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন টেস্টে তাঁর সর্বশেষ সেঞ্চুরিটা। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ১২ ইনিংসে রোহিতের রান ১১.৮৩ গড়ে ১৪২! গত বছরই যার ক্যারিয়ার গড় ছিল ৪৬.৫৪, সেটা এখন নেমে এসেছে ৪১.৫৪-তে। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে গেছে, ৩৭ বছর রোহিত কি এখন ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার মতো?

এ আলোচনাটা বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরুর আগ থেকেই খুব জোরেশোরে হচ্ছে এবং তখন এই সমালোচনা অস্ট্রেলিয়ানদের মুখেই বেশি শোনা গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। সিরিজ শুরুর আগে এটা ছিল মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের অংশও। কিন্তু রোহিতের ফর্ম আসলে এখন এতটাই বাজে, সেটা ভারতীয়দেরও চোখে লাগছে। যে কারণে এ নিয়ে কথা বলেছেন সাবেক ভারতীয় স্পিনার হরভজন সিং এবং আপাতত দলের বাইরে থাকা ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পূজারা।

পার্থে জয়ের পর অ্যাডিলেডে ভারত ১০ উইকেটে হেরে যাওয়ার পর এটা নিয়ে কিছুদিন ধরেই বেশ কথাবার্তা হচ্ছে। স্টার স্পোর্টসে সে রকমই এক আলোচনা অনুষ্ঠানে হরভজন সিং দাবি করেছেন, রোহিতের বাজে ফর্ম তাঁর অধিনায়কত্বে প্রভাব ফেলছে। তাঁর কথা, 'যত বড় খেলোয়াড়ই হোক, সবাই নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে সব সময়ই চিন্তিত থাকে। কোনো সন্দেহ নেই, একজন খেলোয়াড় যখন রানে থাকেন, তিনি ভালো সিদ্ধান্তও নেন। আশা করি, রোহিত শর্মা কিছু রান করবে এবং তার অধিনায়কত্বও ভালো হবে।'

ঠিক কোথায় রোহিত অধিনায়কত্বে ভুল করছেন, সেটা অবশ্য বলেননি হরভজন। তবে তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন চেতেশ্বর পূজারাও, 'অধিনায়ক যখন ফর্মে থাকে না, সেটা তার অধিনায়কত্বেও প্রভাব ফেলে।'

সীমিত ওভারের ক্রিকেটের মতো আক্রমণাত্মক শুরু থেকে সরে এসে টেস্টে রোহিতকে কিছুটা দেখে শুনে শুরু করার পরামর্শও দিয়েছেন পূজারা, 'সে কিছুটা বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এখন ওর জন্য শুরুটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর উচিত প্রথম ২০-৩০ রান কিছুটা দেখেশুনে নেওয়া। তারপর সে ওই শুরুটা কাজে লাগাতে পারে এবং বড় স্কোর গড়ার চেষ্টা করতে পারে।'

ব্রিসবেনে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী শনিবার। দেখা যাক, পূজারার এ পরামর্শ মানতে পারেন কি না রোহিত!

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

কংগ্রেসে যোগ দিলেন আপ বিধায়ক আব্দুল রহমান

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর: টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন দিল্লির আপ বিধায়ক আব্দুল রহমান। দল বদলের পরে বুধবার তাঁর ঘোষণা; 'বিধানসভা ভোটের আগে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আরও ভাঙবে। কারণ, পুরনো, বিশ্বস্ত নেতাদের বঞ্চনা করে দলছুটদের টিকিট দিচ্ছেন আপ নেতৃত্ব'।

২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে উত্তর-পূর্ব দিল্লির সীলমপুর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন রহমান। সেখানে এ বার কেজরির দল প্রার্থী করেছে চৌধরি জুবের আহমেদকে। ঘটনাচক্রে, গত অক্টোবরে কংগ্রেস ছেড়ে সস্ত্রীক আপে যোগ দিয়েছিলেন জুবের। তাঁর বাবা মতিন দিল্লির পাঁচ বারের কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন।

আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে ডিসেম্বরের শেষে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। কেজরির দল ইতিমধ্যেই দু'দফায় ৩১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কংগ্রেস বা বিজেপি ছেড়ে আসা নেতা। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির ৭০টি আসনের মধ্যে ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছিল আপ। বিজেপি পেয়েছিল আটটি আসন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কেজরি সাড়ে ন'বছর মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলানোর পরে গত সেপ্টেম্বরে ইস্তফা দেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অতিশী। লোকসভা ভোটে দিল্লিতে আপ-কংগ্রেস সমঝোতা করে লড়লেও সাতটি আসনেই জিতেছে বিজেপি। কেজরি বুধবার ফের জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে নয়, একার শক্তিতেই দিল্লি বিধানসভা ভোটে লড়বে আপ।

ভয়াবহ বিস্ফোরণে তালিবান সরকারের শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রী খলিলুর রহমান হক্কানির মৃত্যু

কাবুল, ১১ ডিসেম্বর: কাবুলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! নিহত তালিবান সরকারের শরণার্থী বিষয়ক মন্ত্রী খলিলুর রহমান হক্কানি। মৃত্যু হয়েছে তার দুই সঙ্গীও বলে খবর। রাজধানীর মন্ত্রকে হওয়া এই বোমা হামলার নেপথ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাকি ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর হাত রয়েছে তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারতও। কারণ, আফগানিস্তানের কুখ্যাত জেহাদি সংগঠন 'হাক্কানি নেটওয়ার্ক'এর অন্যতম মাথা নিহত খলিল হক্কানি। শুধু তাই নয়, সংগঠনটির প্রধান সিরাজউদ্দিন হাক্কানি সম্পর্কে কাকা এই জঙ্গিনেতা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিস্তর প্রভাব রয়েছে হাক্কানি নেটওয়ার্কের উপর। জম্মু ও কাশ্মীরে জইশ-ই-মহম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মদত জোগায় হাক্কানিরা।

সূত্র খবর, বুধবার কাবুলের মন্ত্রকে বিস্ফোরণটি ঘটে। খলিল হাক্কানি ও তার দুই সঙ্গী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে আরও তিনজন। সংবাদমাধ্যমের তালিবান মন্ত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তার ভাইপো আনাস হাক্কানি। দুঃখপ্রকাশ করে সে বলে, আমরা এক সাহসী মুজাহিদকে হারালাম। আমরা কখনও তার আত্মত্যাগ ভুলব না। প্রসঙ্গত, 'পবিত্র যোদ্ধা' বোঝাতে তালিবানরা মুজাহিদ শব্দের ব্যবহার করে। তবে এখনও পর্যন্ত কাবুলের এই বিস্ফোরণের আসল কারণ জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করলে ক্ষমতা দখল করে তালিবান। তার পর থেকে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে আফগানদের জীবন। অন্যদিকে, তালিবানদের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে আইএস। ফলে এই বিস্ফোরণের পিছনে তাদের হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

এদিকে, হক্কানিদের নিয়ে তালিবানের অন্দরেই চরম অসন্তোষ রয়েছে। অনেক তালিবানিরাই মনে করে হাক্কানিরা অত্যন্ত নৃশংস। তাই তাদের কার্যকলাপে হ্রাস টানতে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। ফলে এই ঘটনায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকেই। এই হাক্কানি নেটওয়ার্ককে জঙ্গি সংগঠন হিসাবে নিষিদ্ধ করেছে আমেরিকা, পাকিস্তানও। কিন্তু পাকসেনায় হাক্কানি আঁতাত সর্বজনবিদিত। ফলে আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকে নজর রয়েছে নয়াদিল্লির।

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 86/2024-25 & Memo No.: 2206, Date: 11.12.2024,** for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **28.12.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur-Shibnagar-Murshidabad, Pin-742306

Notice Inviting e-Tender No. 9/5th SFC/DGP/2024, Memo No 363/5th SFC/DGP/2024, Date 09/12/2024. Sl. No Particular's Date & Time
1) Date of Publishing of NIT Documents (On-Line) 11/12/24 at 10.00 Hrs
2) Documents Download/ Sell Start Date (On-Line) 11/12/24 at 10.00 Hrs
3) Date of start of submission of Technical Bid & Financial Bid 12/12/24 at 10.00 Hrs
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (On-Line) & last date of submission of EMD (On-Line) 18/12/24 at 10.00 Hrs
5) Bid opening date & time for Technical Bid (On-Line) 20/12/24
*All time fixed as per online server time
For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan,
Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur-Shibnagar-Murshidabad, Pin-742306

Notice Inviting e-Tender No. 8/5th SFC/DGP/2024, Memo No 362/5th SFC/DGP/2024, Date 09/12/2024. Sl. No Particular's Date & Time
1) Date of Publishing of NIT Documents (On-Line) 11/12/24 at 10.00 Hrs
2) Documents Download/ Sell Start Date (On-Line) 11/12/24 at 10.00 Hrs
3) Date of start of submission of Technical Bid & Financial Bid 12/12/24 at 10.00 Hrs
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (On-Line) & last date of submission of EMD (On-Line) 18/12/24 at 10.00 Hrs
5) Bid opening date & time for Technical Bid (On-Line) 20/12/24
*All time fixed as per online server time
For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan,
Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com

E-TENDER NOTICE

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি প্রকল্প রূপায়নের জন্য (5th SFC হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/ 5TH SFC & SBM(G)/DRAIN /E-NIT-14/2024-25, Date: 09/12/2024। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য www.wbtenders.gov.in এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites Sealed Quotations from the Experienced Vendors for Operation of Food Court at Dr. Bidhan Chandra Roy Sishu Udyan at Dr. Sachin Sen Road, Godadanga under Krishnanagar Municipality. Last date and time of submission of Quotation: **20/12/2024 up to 15:00 hrs.** The intending Bidders are requested to visit the Office of the undersigned for details.

Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited by the undersigned against **NIT No. 1/2024-25 (3rd call), dt. 10.12.2024** for Construction of permanent structure of retailing outlet (12' x 8') at WBCADC Deganga Project of **Estimated value Rs. 1,52,434.00.** The last date of issue of Tender paper is on **20.12.2024**. The detailed information is available in website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Deganga Project

UTTARPARA MUNICIPALITY

N.I.Q. NO. –
UKM/019/WW/2024 – 2025
DATED – 12.12.2024

1. 300 mm X 200 mm dia Deep Tube Well surging including chemical treatment.
2. Supplying and Installation Panel Box at D.B.Park Pump House & C.A.Math Pump House.

Bid Submission closing Date – **20.12.2024. before 1.00 p.m.**
For More Details – Visit
www.uttarparamunicipality.in

Sd/-
Chairman,
Uttarpara Municipality

Office of the Prodhan
Alal Gram Panchayat
Vill-Jorgachi, P.o-Alal, P.S-Gazole, Pin-732128, Diat -Malda.

Notice INVITING e-Tender

N.I.e-T NO:468/AGP/2024, Dated :- 06/12/2024,
Tender documents download and bid submission start date & time **10/12/2024 time- 5 P.M,** Last date and time for bid Submission **18/12/2024 at 12.00 & Opening Date 20/12/2024 at 01.00 P.M.**
For more information please visit **www.wbetenders.gov.in**

Sd /- Prodhan
Alal Gram Panchayat

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) **NIeT NO:- 08/BANNYESWAR GP/ 2024-25, DATE:-11.12..2024,** The last date for online submission of all tender is **19.12.2024 up to 14:00 hours.**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)

e-Tender Notice

e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **5th SFC, 15th FC Tied & Untied Fund** vide **NIT No- 22, 23 & 24/MERI-II/KUL/2024, Date-11/12/2024.** Bid Submission Closing Date (Online): **18.12.2024 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **23.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No: - 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **484/MM/NIeT/2024-25** and Dated: 11-12-2024. The last date for online submission of tender is **26-12-2024 (THUREDAY) up to 12:00 Hours. 476/MM/NIeT/2024-25 (2nd call), Dated: 11-12-2024.** The last date for online submission of tender is **24-12-2024 (TUEDAY) up to 12:30 Hours.**

Sd/- Chairman,
Murshidabad Municipality
Lalbagh, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬২৬, তারিখঃ ১০.১২.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩১৭৭-আর, কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের খানা-গুমানি শাখায় অবস্থিত মুরারই স্টেশনে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ৩২-এর পরিবর্তে আরইউবি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,২৩,৩৬৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৩০,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-476/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ্ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কশপ)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা উল্লেখিত তারিখে দুপুর ৪টার আগে জমা করতে হবে ও দুপুর ৪.৩০টায় খোলা হবে। **ক্রঃ নং ও ই-টেন্ডার নোটিশ নং; কাজের নাম; কাজের আনুমানিক খরচ; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-৫৫-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু -ইআর৪৫-২৪-২৫, তারিখ ১০.১২.২০২৪;** ওয়্যারেন্টি শেষ হওয়া/খারাপ, নানান মেকের, আরডিএসও মাপকাঠি নং আরডিএসও/পিই/ এসপিইসি/এসি/০০১৩-২০১১ (রেভ-৩)-এর সাম্প্রতিক বা রেভ-৩ অনুযায়ী ৪.৫ কেডব্লু-এর ইআরআরইউ-এর উন্নয়ন দ্বারা মেরামতি/ পুননবীকরণ বা নতুন ইউনিট দ্বারা প্রতিস্থাপন; ৪৫,০৫,৯০৪ টাকা; ৯০,১০০ টাকা। **(২) ই-৫৬-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-সিইউ॥-২৪-২৫, তারিখ ১০.১২.২০২৪;** ইওজি পাওয়ার কারের জন্য কামিন্স মেক সিপিসিবি ॥ ডিজেল ইঞ্জিনের ই-চেক শিডিউল; ১,৯৮,৪৬,৫১৩.৬৯ টাকা; ২,৪৯,২০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০১.২০২৫-এ বিকাল ৪টা ক্রমিক নং ১-এর জন্য ও ২৩.১২.২০২৪-এ বিকাল ৪টা ক্রমিক নং ২-এর জন্য। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ** উভয়ের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-894)**

NIT NO-24/SB/EN/2024-2025, Memo No-2767/1(54)/EN/SB, Date -10/12/2024.

Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing-**10/12/2024 From 18:00 houre** on **https:// wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: **From- 10/12/2024 18:00 hours To-17/12/2024 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: **From- 10/12/2024 18:00 hours To-17/12/2024 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **19/12/2024**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Kurkuba Gram Panchayat
Galsi-II Panchayat Samity
Kurkuba, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING E-TENDER

E-NIT NO:- 04/KGP/2024-25/3rd Call & 05/KGP/2024-25/3rd call, DTD:- 10/12/2024 (5th SFC TIED & UNTIED) 3 NOS. OFWORKS (ROAD & DRAIN) & **E-NIT N0:- 06/KGP/2024-25/3rd call & ENIT NO:- 07/KGP/ 2024-25/3rd call & E-NIT NO:- 10/KGP/2024-25/1st call (15TH FC TIED & UNTIED)** 4 NOS. WORKS (1 NO. ROAD & 3 NOS. SOLAR SUBMARSIBLE) IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, KURKUBA GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY. LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **21/12/2024 UP TO 6.00 P.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Prodhan
Kurkuba Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান

ভারত সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রক, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নিম্নলিখিত তিনটি সম্পত্তির উন্নয়নে আগ্রহী (ক) ২১, সুকিয়াস লেন, কলকাতা-৭০০০০১, ব্র্যাবোর্ন রোড স্থিত একটি বিদ্যমান জি+৬ ভবন [প্লট এলাকা = ১০৩৭.৩০৬ বর্গ মিটার, যার মধ্যে (জি+৩) পর্যন্ত ভবনটি নির্মাণ করতে হবে যার মোট ফ্লোর এরিয়া = ১৫৪৯.৫০ বর্গ মিটার] (খ) একটি ফাঁকা জমি যেটি ২১, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত [প্লট এলাকা = ৪৫২.৫০ বর্গ মিটার] [জি+১২ ধরনের সম্পত্তির জন্য প্রস্তাবিত] এবং (গ) একটি বিদ্যমান বি+জি+৫ ভবন [জমির এলাকা = ১১৭৮.৩৪ বর্গ মিটার, মোট ফ্লোর এলাকা = ৪০৯৬.২০৯ বর্গ মিটার] যেটি ১০, লু হুসুয়ান সরণী, কলকাতা-৭০০০০১ (পোদ্দার কোর্ট)-এ অবস্থিত। মেট্রো রেলওয়ের ওয়েবসাইটে যে সম্পত্তিগুলির উন্নয়ন করা হবে সেই সম্পর্কিত বিশদ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাসম্পন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলিকে মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ওয়েবসাইট/ **www.mtp.indianrailways.gov.in**-এ HOME PAGE-এ "Expression of Interest Notice No. : Civil-2503-2024-EOI"-এর বিশদ দেখতে এবং তদনুসারে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত ইওআই নোটিস নং ঃ সিভিল-২৫০৩-২০২৪-ইওআই

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/462/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Concrete Road , Covered Drain and Surface Drain at in Ward No. -02 (A) i. Surface Drain and Brick Flat Soling at Saha Pachil and Nabapally. = 70 M (A) ii, Concrete Road with Covered Drain at Sahapachil and Nabapally.= 120 M (B) i, Concrete Road with Drain Cover at Dhup Bati Gali.= 70 M (B) ii, Only Concrete Slab at Dhup Bati Goli. = 60 M (C) Concrete Road at H/O Scientest Gatai Sir. = 90 M.	Rs.15,04,747 .00
WBMAD/ULB/ RSM/463/24-25 Dated 10.12.2024	Construction Of Surface Drain At Panchasayar Road Surendra Apartment To Taxi Stand In Ward No-01 Under Rajpur Sonarpur Municipality.. Drain Length :- 170.0 M.	Rs.12,04,456 .00
WBMAD/ULB/ RSM/464/24-25 Dated 10.12.2024	i) Construction of road at Panchpota from Shivtala to ward office beside Mandir, ii) Renovation work at Shivtala Mandir, iii)Renovation work at stage (Shivtala) in ward no-03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.10,27,094 .00
WBMAD/ULB/ RSM/465/24-25 Dated 10.12.2024	Repairing of Bituminous Road from N.S.Kalibajar (Juba Sangha) to KMC Border at Ward no-30; under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.14,74,964 .00

Bid Submission end date: **27.12.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/466/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Concrete Road with Covered Surface Drain at Tarafdar para beside Masjid at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,89,751.00
WBMAD/ULB/ RSM/467/24-25 Dated 10.12.2024	Upgradation of road at Purbayan in Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,87,950.00
WBMAD/ULB/ RSM/468/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Concrete Road at Tarafdar para Samiti in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,97,979.00
WBMAD/ULB/ RSM/469/24-25 Dated 10.12.2024	Upgradation of road at Sukanta Pally in Ward No-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,90,801.00
WBMAD/ULB/ RSM/470/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Concrete Road at Dwarir Road Bye Lane in Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,98,961.00
WBMAD/ULB/ RSM/471/24-25 Dated 10.12.2024	Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Ananda Dutta's House to Amal Babu's House at Deodhar Place under Ward No.-29 of Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,77,051.00
WBMAD/ULB/ RSM/472/24-25 Dated 10.12.2024	Construction Of Passenger Shelter At Kamalgazi For S-24 Bus Stand, Kolkata Under Ward-27 Of Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs.4,26,825.00

Bid Submission end date: **20.12.2024 at 11-00 hrs.**
For more information please visit
http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/৬৮, তারিখঃ ০৯.১২.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ০১২৪১৪৩২বি;** ডেন্সিফায়েড থার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৩৪৯৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.১২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১০২৪৫০২৪;** ৩ডি অ্যাডজাস্টেবল ৩৬০ ডিগ্রী রোটেশনাল ড্রাইভার সিট ইত্যাদি; ১৬২৬০০ টাকা। **(৩); ১২২৪৫৬৭৭;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-V; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.১২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ এবং ৩-এর জন্য)। **(৪); ১০২৪১৫৯৩বি;** মেইন কম্প্রেশর ১৭৫০/১৭৪৫ এলপিএম; ৪১৭০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩১.১২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ২১২৪২০৭১;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য সাইড মিডল কোপিং ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৩৭৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০২.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ০৪২৪৫০২৮;** সংলগ্ন অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী ৩৫ টন জামালপুর জ্যাকের ইলেকট্রিক্যাল আইটেম সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট (১ সেটে থাকবে ৫ আইটেম)। [ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ডায়াগ্রাম অপারেটিং। ব্রেক মোটর এবং স্টার্টারের (সিংক্রোনাইজিং ইন্টারলকিং এবং ফেল-সেফ অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য) সাথে ট্রাবল শুটিং এবং মেন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল অবশ্যই থাকতে হবে]; ১৮৪৪৩০ টাকা। **(৭); ০৪২৪৫০৩১;** ২৫ টন ইউনিভার্সাল জেএমপি-জ্যাকের জন্য সাইড হুইল ও রিয়ার হুইল কম্পোনেন্ট এবং স্প্রিং-লোডেড হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট সিস্টেম সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট ; ২৫৯৭১০ টাকা। **(৮); ০৮২৪১৫২৯এ;** মেইন এবং আর্থ কানেকশন কেবলের সেট; ১০৮৬৯০ টাকা। **(৯); ১০২৪১৭৯২এ;** ট্র্যাকশন মোটর কুলিং ব্লোয়ার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৫২২৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৬ থেকে ৯-এর জন্য) **(১০); ২২২৪১০৭০এ;** এমপাগলিফ্লোজিন ২৫ এমজি ট্যাব/ক্যাপ; ১৮০৫৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১১); ১৫২৪৫১০১;** সিএনসি হারইজন্টাল বোরিং এবং মিলিং মেশিন সরবারহ, স্থাপন এবং চালুকরণ; ৫৪৪৬৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১২); ১৪২৪১১০৯এ;** স্পেসি. নং. আইআরএসঃএস-৬৩/২০১৪ (রেভ.৪.০) তৎসহ সাম্প্রতিকতম সংশোধনী যদি থাকে, অনুযায়ী হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ পিভিসি ইন্স্যুলেটেড আর্মার্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড, আনস্ক্রীন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি), সাইজ ১২ কোর X ১.৫ বর্গ মিমি; ৫০০০০০০ টাকা। **(১৩); ১৪২৪৫২৪৮এ;** স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস-টিসি-৩০/২০০৫ ভার ১ তৎসহ সংশোধনী ৫ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশনের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম ৬ কোয়াড কেবল ০.৯ মিমি ডায়া; ৫০০০০০০ টাকা। **(১৪); ২০২৪১১০৩;** ইএমইউ-এর জন্য ইলেকট্রো-নিউম্যাটিক ব্রেক ইউনিট কমপ্লিট; ২১৩৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১২ থেকে ১৪-এর জন্য)। **(১৫); ১৫২৪৫১০২;** ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্য সিওএফএমওডব্লু কম্পেনডিয়াম অনুযায়ী এজেটিবি (বিজি), ট্র্যাক গেজ ১৬৭৬ মিমি, ট্রেড ডায়া ১৩০০-৭২৩ মিমি, অ্যাক্সল লেনথ্ ২৬৫০-২০৮০ মিমি; ৬৫২৬৩০ টাকা। **(১৬); ২০২৪১১২৩;** ইএমইউ কোচের সিট কাম ব্যাক রেস্ট প্রেসিং; ২৯৩৩০০ টাকা। **(১৭); ২২২৪৫৮৩২;** অক্সিনিয়াম অথবা টাইটানিয়াম নিওবিয়াম নাইট্রাইড টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট সেট, এতে থাকবে ফিমার-অক্সিডাইজড্ জিরকোনিয়াম/টাইটানিয়াম নিওবিয়াম নাইট্রাইড (TiNbN) দিয়ে তৈরি, টিবিয়া-টাইটানিয়াম/সিও-সিআর, পলি হাইলি ক্রস লিংকড্ দিয়ে তৈরি। পণ্যটি ন্যূনতম ৫ বছর মার্কেট স্ট্যান্ডিং এবং সিই/ইউএসএফডিএ সার্টিফায়েড হতে হবে; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৫ থেকে ১৭-এর জন্য)। **(১৮); ১১২৪১৬৪৬;** এলএইচবি কোচের জন্য এমার্জেন্সী লাইটিং সিস্টেম ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৩১৪১৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৪.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট । **(১৯); ১৫২৪৫০৯৯;** এলএইচবি হুইল পরীক্ষার জন্য এড্ডি কারেন্ট অ্যারে ইক্যুইপমেন্ট; ১৯৩৫২০ টাকা। **(২০); ২০২৪১৮২৯এ;** ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য মডিফায়েড ফ্যান চেম্বার (৩.১৫ মিমি পুরু প্লেট); ১০৮৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৯ এবং ২০-এর জন্য)। **(২১); ১৫২৪৫০৯৬;** ম্যাগনেটিক পার্টিকল ইন্সপেকশন ইক্যুইপমেন্ট; ১৯১১৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০১.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ১৫২৪৫০৯২;** এআরটি-র জন্য হাইড্রলিক রি-রেলিং ইক্যুইপমেন্ট; ১৩৫৮২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০২.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ১১২৪১০৪২;** লোয়ার স্প্রিং বিম (ফোর্জড্ টাইপ) উভয় ১৬.২৫টি এবং ১৩টি বোগীর জন্য অল্টারনেটিভ ইক্যুয়ালাইজিং সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ১৭৭১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০২.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৩-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-61/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন প্রসঙ্গ

বৃহস্পতিবার • ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

আবার বেড়েছে অতি উচ্চ ধনীদের সম্পদ

এক বছর কমার পর গত বছর বিশ্বে আবারও অতি উচ্চ ধনীদের সংখ্যা বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে তাঁদের সম্পদমূল্য। ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে এই অতি উচ্চ ধনী মানুষের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৭ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পাঁচ বছরের হিসাবে এ রকম ধনীর সংখ্যা বেড়েছে ২০ শতাংশ। আর ২০২৩ সালে তাঁদের সম্পদমূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ১ শতাংশ। ওই বছর তাঁদের সবার মোট সম্পদের মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন বা ৪৯ লাখ ২০ হাজার কোটি ডলার।

২০২৩ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি থাকলেও অর্থনীতি অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বছরের শেষ ভাগে ইকুইটি শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি অতি উচ্চ ধনীদের জন্য পয়মন্ত হয়েছে।

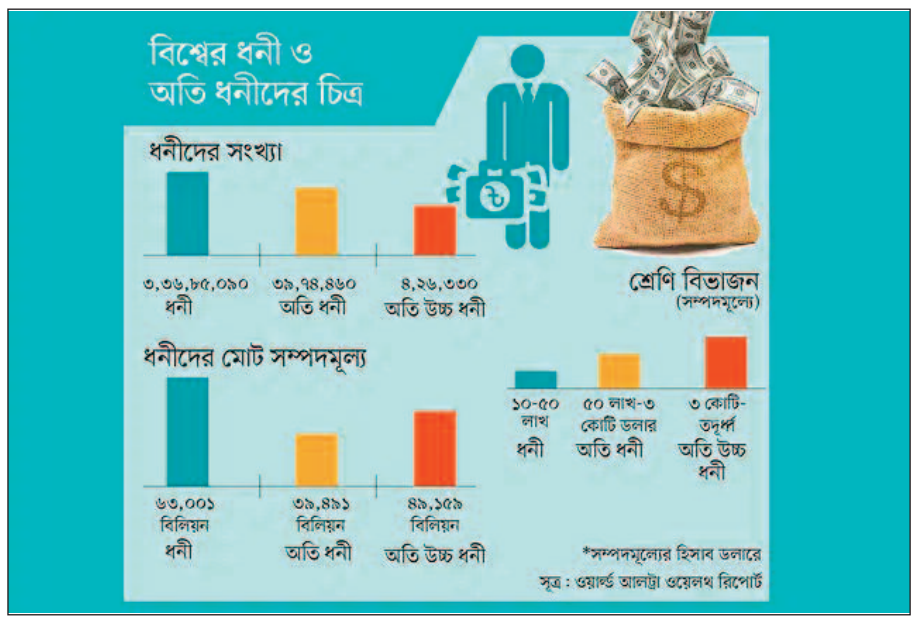

যুক্তরাষ্ট্রে এই অতি ধনীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। ২০২৩ সালে সে দেশে এই শ্রেণির ধনীর সংখ্যা ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটিতে এখন অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৫০ জন। কিন্তু একই সময় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীনে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা ১ শতাংশ কমেছে। এ নিয়ে টানা দুই বছর চীনে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা কমল। এই হ্রাস অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। কারণ, কয়েক বছর ধরেই চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমেছিল। সেই ধাক্কায় দেশটিতে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা কমবে, সেটাই স্বাভাবিক। আবার জার্মানিতে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ।

এদিকে চীনে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা কমলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন জাপান ও ভারতে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ চাঙা। ভারত প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের যে ১০টি দেশে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা বাড়বে, তার মধ্যে ভারত অন্যতম একটি। বিশেষ করে দেশটির বৃহৎ শহর বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও দিল্লিতে অতি উচ্চ ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৪ থেকে ১৬ শতাংশে পৌঁছাবে। সেই সঙ্গে এশিয়ার আরও দুটি শহর যথাক্রমে ফিলিপাইনের ম্যানিলা ও মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর শীর্ষ ১০ শহরের কাতারে উঠে আসবে।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অঞ্চল, অর্থাৎ উত্তর আমেরিকায় অতি ধনী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সবচেয়ে এগিয়ে। ২০২৩ সালে এই অঞ্চলে অতি ধনী মানুষের সংখ্যা ১১ দশমিক ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৬১ হাজার ২৮০-তে উঠেছে। এর মানে, বিশ্বের ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ অতি ধনীর বসবাস এখন উত্তর আমেরিকায়। ইউরোপে অতি ধনীর সংখ্যা ৯ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। এশিয়া অঞ্চলে অতি ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ শতাংশ। এতে এশিয়ায় অতি ধনীর সংখ্যা হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৬৩০ জন। এশিয়া অঞ্চলে অতি ধনী বৃদ্ধির হার অবশ্য প্রাক্ কোভিড পর্যায়ের চেয়ে কম। এর অন্য কারণ আছে। সেটা হলো, ২০১৯ সালের পর অতি ধনীদের বসবাসের জায়গা হিসেবে ইউরোপ দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল হিসেবে উঠে এসেছে। এবার দেখে নেওয়া যাক, ২০২৩ সালে বিশ্বের কোন অঞ্চলে কতজন অতি উচ্চ ধনীর মানুষের বসবাস ছিল। গত বছর উত্তর আমেরিকায় মোট বৈশ্বিক অতি উচ্চ ধনীর ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ বাস করতেন। এই হার ইউরোপে ২৬ দশমিক ২ শতাংশ, এশিয়া অঞ্চলে ২৫ দশমিক ৯ শতাংশ, মধ্যপ্রাচ্যে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ, আফ্রিকায় শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১ দশমিক ৬ শতাংশ। আলোচ্য বছরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত অতি উচ্চ ধনীদের মোট সম্পদমূল্য ছিল এই শ্রেণির সবার মোট সম্পদমূল্যের ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ; ইউরোপের ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ; এশিয়ার ২৫ দশমিক ১ শতাংশ; মধ্যপ্রাচ্যের ৫ দশমিক ৪ শতাংশ; লাতিন আমেরিকার ৩ দশমিক ৬ শতাংশ; আফ্রিকার শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ; প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১ দশমিক ২ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীতেই এখন অর্থনীতিতে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। অনিশ্চয়তাও আছে। এর মধ্যেও আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট বলছে, পরবর্তী পাঁচ বছরও বিশ্বজুড়ে অতিধনীর সংখ্যা বাড়বে। আগামী পাঁচ বছরে এই শ্রেণির ধনী মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৮৭ হাজার ৬৫০ জনে উন্নীত হবে। এই শ্রেণির সম্পদমূল্য বাড়বে আরও ১৯ ট্রিলিয়ন বা ১৯ লাখ কোটি ডলার। যথারীতি উত্তর আমেরিকা এ ক্ষেত্রেও শীর্ষে থাকবে। তখন অতি উচ্চ ধনীদের মধ্যে ৩৯ শতাংশের বসবাস হবে এই অঞ্চলে। এশিয়া অঞ্চলে আগামী পাঁচ বছরে অতিধনীর সংখ্যা বাড়বে, তবে বৃদ্ধির হার কিছুটা কমবে। এতে এই শ্রেণির বৈশ্বিক ধনীর মধ্যে এশিয়ার অনুপাত বেড়ে হবে ২৭ শতাংশ। তবে আগামী পাঁচ বছরে ইউরোপের হিস্যা কিছুটা কমে ২৫ শতাংশে নামবে, যা ২০১৯ সালে ছিল ২৮ শতাংশ। এদিকে বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ অতিধনীর সঙ্গে নিচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদের ব্যবধান আরও বেড়েছে। গত এক দশকে এই ১ শতাংশ ধনী আরও ৪২ ট্রিলিয়ন বা ৪২ লাখ কোটি ডলার সম্পদের মালিক হয়েছেন। তা নিচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদ আহরণের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফাম এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

অক্সফামের প্রতিবেদনমতে, গত এক দশকে বিশ্বের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর প্রত্যেকের সম্পদ প্রায় ৪ লাখ ডলার করে বেড়েছে। একই সময়ে নিচের সারির ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদ বেড়েছে গড়ে ৩৩৫ ডলার। অর্থাৎ গড়ে তাঁদের সম্পদ বেড়েছে দৈনিক ৯ সেন্ট করে।

২০২৫ সালে স্থিতিশীল থাকবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি: মাস্টারকার্ড

আগামী বছর এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকবে। সেই সঙ্গে কমতে পারে মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার। এতে ভোক্তাদের ক্রয় সক্ষমতা বাড়বে; স্বস্তি আসবে তাঁদের জীবনে। বৃহত্তর বৈশ্বিক অর্থনীতিও একই ধারায় চলবে।

আগামী বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বাড়বে। ২০২৪ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ১ শতাংশ হলেও ২০২৫ সালে তা ৩ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দ্য মাস্টারকার্ড ইকোনমিকস ইনস্টিটিউট (এমইআই)।

মূল্যস্ফীতির চাপ কমলে ভোক্তাদের জীবনে স্বস্তি আসার পাশাপাশি শ্রমবাজারে তার প্রভাব পড়বে। এমইআইয়ের পূর্বাভাস, আগামী বছর ইলেকট্রনিকস, আসবাব, অ্যাপ্লায়েন্সসহ ঐচ্ছিক পণ্য ও সেবা ক্রয়ে মানুষের ব্যয় বাড়বে। ভোক্তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কনসার্ট বাবদ অর্থ ব্যয়ে আগ্রহী হবেন।

মহামারির সময় থেকেই মানুষের ভ্রমণ কমেছে। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময় বিশ্বে মোট ভ্রমণকারীর সংখ্যা ২০১৯ সালের তুলনায় ১২ শতাংশ কম ছিল। এর মূল কারণ হলো উত্তর-পূর্ব এশিয়া, বিশেষত চীনের মূল ভূখণ্ড এবং জাপানের মানুষের দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতা এখনো মহামারি, পূর্ব অবস্থায় ফেরেনি।

মাস্টারকার্ডের এশিয়া,প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতিবিদ ডেভিড ম্যান বলেন, 'আমরা যদি ২০২৪ সালকে স্বাভাবিকতায় ফেরার বছর হিসেবে ধরি, তাহলে ২০২৫ হচ্ছে স্থিতিশীলতার বছর। আর্থিক নীতিতে শিথিলতা আছে, প্রতিকূলতা কমছে; এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে ভোক্তারা উপকৃত হবে।'

ডেভিড আরও বলেন, যদিও জাপানে সম্ভাব্য সুদের হার বৃদ্ধি অথবা মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির মতো নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রবৃদ্ধিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত হবে ভোক্তাদের আকাঙ্ক্ষা ইতিবাচকভাবে দেখার পাশাপাশি বাণিজ্যিক বাধাবিঘ্ন মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়া।

প্রতিবেদনে এশিয়া,প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি প্রবাসী আয় গ্রহণকারী দেশের মধ্যে চারটি এই অঞ্চলের ভারত, চীন, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান। অভিবাসনের ফলে মানবসম্পদ কমে যাওয়া সত্ত্বেও প্রবাসী আয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারগুলোর প্রাণ। বিশেষত, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাসী আয়ের প্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ; শ্রীলঙ্কার জিডিপির ৬ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জিডিপির ৫ শতাংশ আসে প্রবাসী আয় থেকে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বাভাস

এমইআইয়ের পূর্বাভাস, ২০২৫ সালে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হবে ভারতের। দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ-ভোক্তা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ২ শতাংশ। এতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যেমন প্রসার হবে, তেমনি তা বিনিয়োগ সহায়ক হবে।

২০২৫ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ওপর ভর করে চীন এগিয়ে যেতে পারে। ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও আবাসন মার্কেটের স্থিতিশীলতা এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এদিকে মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক দিক দেখা যাচ্ছে। ২০২৫ সালে দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ; শক্তিশালী শ্রমবাজার ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর ভর করে দেশটি এই প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে।

জাপানে মূল্যস্ফীতির অস্থিরতা চলমান। দেশটির মুদ্রা ইয়েনের দর কমেছে, পর্যটন ও উচ্চ মূল্যের বিলাসবহুল পণ্যে ব্যয় বেড়েছে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে মূল্যস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি হলেও তা ২ থেকে ৩ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও মুদ্রা নীতি শিথিল করতে পারে।

সিরিয়ার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে নতুন অনিশ্চয়তা, বেড়েছে তেলের দাম

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার পর আজ সোমবার বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। তবে আগামী বছর তেলের চাহিদা খুব একটা বাড়বে না, এমন পূর্বাভাস থাকায় তেলের দাম খুব বেশি বাড়েনি। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল,আসাদের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্য আবারও বড় ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

রয়টার্স জানায়, পরে সরবরাহ করা হবে, এমন ব্রেন্ট ধরনের অপরিশোধিত তেলের দাম ৩৬ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ বেড়ে ৭১ ডলার ৪৮ সেন্টে উঠেছে। অন্যদিকে, বিশ্ববাজারের আরেকটি প্রধান ব্র্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) ব্যারেলপ্রতি ৩৮ সেন্ট বেড়েছে বা শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। এই ধরনের তেলের দাম উঠেছে ৬৭ ডলার ৫৮ সেন্টে।

গতকাল রোববার সিরিয়ার বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা প্রেসিডেন্ট বাশার আল,আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এর ফলে ৫০ বছরের পারিবারিক শাসনের অবসান হয়েছে। তবে যতটা দ্রুতগতিতে বিদ্রোহীরা তাঁদের অভিযান পরিচালনা করেছেন, তাতে এই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য আগে থেকেই যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে।

মিতসুবিশি ইউএফজে রিসার্চ অ্যান্ড কনসালটিংয়ের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ তোমোমিচি আকুতা বলেন, সিরিয়ার ঘটনাবলি মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চয়তায় আরও একটি স্তর যোগ করেছে। এতে বাজার কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহে সৌদি আরবের তেলের দাম কমানো এবং তেলের উৎপাদন কমাতে ওপেক প্লাস জোটের সিদ্ধান্ত এটাই দেখাচ্ছে যে চীনে তেলের চাহিদা দুর্বল থাকবে। ফলে বছর শেষে বাজার আর বাড়বে না।

তোমোমিচি আকুতা আরও বলেন, তেলের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জ্বালানি ও মধ্যপ্রাচ্য নীতির প্রভাব কী হয়, সে ব্যাপারে আগাম কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না, বিনিয়োগকারীরা মূলত সেদিকে তাকিয়ে আছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় তেল রপ্তানিকারক কোম্পানি সৌদি আরামকো এশিয়ার ক্রেতাদের জন্য আগামী মাসে সরবরাহ করা হবে, এমন তেলের দাম কমিয়েছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকের পর দাম এতটা আর কখনোই কমানো হয়নি। এর মূল কারণ, বিশ্বের বৃহত্তম আমদানিকারক দেশ চীনে তেলের চাহিদা অনেকটাই কমেছে।

তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ও তাদের সহযোগীরা ওপেক প্লাস হিসেবে পরিচিত। গত বৃহস্পতিবার এই জোট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তেলের উৎপাদন বাড়ানোর যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা আরও তিন মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ আগামী এপ্রিলের আগে তেলের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা ওপেক প্লাসের নেই।

বিশ্বের তেল উৎপাদনের অর্ধেক আসে ওপেক প্লাস দেশগুলোর কাছ থেকে।

অপরিবর্তিত থাকছে রেপো রেট, বাড়ছে না ঋণের বোঝা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর শেষে সুখবর। বাড়ছে না ঋণের বোঝা। ফের একবার রেপো রেট অপরিবর্তিতই রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। এই নিয়ে টানা ১১ বার রেপো রেটে কোনও বদল আনল না দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ৬.৫ শতাংশেই ধার্য রাখা হল রেপো রেট। প্রসঙ্গত, তিনদিনের মনিটারি পলিসি কমিটির বৈঠকে ৬ সদস্যের মধ্যে ৪২ অনুপাতে ভোট দেওয়া হয় রেপো রেট পরিবর্তিত রাখার প্রস্তাবে। এরপরই নেওয়া হয়

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সুদের হারে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়, তা হল রোপো রেট। যে সুদের হারে অন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তাকে রিভার্স রেপো রেট বলা হয়। ফলে রেপো রেট অপরিবর্তিত থাকায়, সাধারণ মানুষের উপরে ঋণের বোঝাও বাড়বে না। বছর শেষে বাড়বে না ইএমআই-র চাপ। তবে এবার রেপো রেট কমারই আশা করেছিল বণিক মহল। রেপো রেট কমলে বাড়ি-গাড়ির ঋণে সুদের হার কমত।

এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয়, ২০২২ সালের মে মাস থেকে টানা ছয়বার রেপো রেট ২৫০ বেসিস পয়েন্ট করে বাড়িয়েছিল আরবিআই। তবে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে তা লাগাতার অপরিবর্তিত রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রবৃদ্ধির হার জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৬ শতাংশ রেখেছে এমপিসি। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উদ্বেগ প্রকাশ করেন মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে। বলেন, 'জিনিসপত্রের দামের স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জানুয়ারি-মার্চ থেকে কমতে পারে।'

বিনিয়োগকারীদের নয়া দিশা ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্টক মার্কেট এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দুনিয়ায় এই মুহূর্তে অন্যতম গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে মোমেন্টাম ফান্ড। ইনডেক্স ফান্ড ছাড়াও এই নতুন পদ্ধতিতে অনেক বেশি রিটার্ন পাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ড তাদের নতুন এনএফও বা নিউ ফান্ড অফার এনেছে বিনিয়োগকারীদের জন্য। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউনিয়ন অ্যাকটিভ মোমেন্টাম ফান্ড'।

২৮ নভেম্বর থেকে এই ফান্ডে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে। তবে চলতি মাসের ১২ তারিখ সেই বিনিয়োগের সুবিধা বন্ধ হতে চলেছে। অবশ্য এর কয়েকদিন বাদেই পুনরায় এই ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলে যাবে।

ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ডকে সম্পর্কে সংস্থার দাবি, তারা এই বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ডের এই নতুন ফান্ড অফার অতীতের রিটার্নের পরিসংখ্যান, লিক্যুইডিটির মতো বেশ কিছু ফ্যাকটরের উপর নির্ভর করে। ভ্যালু, গ্রোথ, লো ভোল্যাটিলিটি, মোমেনটামের মতো ফ্যাকটরও যুক্ত রয়েছে এই ফান্ডের সঙ্গে। যে সব শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বমুখী, গ্রোথ ভাল, সেই সব শেয়ারকে একটি ফান্ডের মধ্যে নিয়ে আসাই লক্ষ্য ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ডের।

ইউনিয়ন মিউচুয়াল ফান্ডের কর্মকর্তারা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছেন, 'মোমেন্টাম বিনিয়োগ একটি নিয়ম ভিত্তিক পদ্ধতি। যা কাজ করে স্টক মার্কেটের গ্রাফ ওঠানামার উপর ভিত্তি করে। বিশেষ করে, যেই স্টকের দাম বাড়ছে সেগুলিকে কেনা এবং যেগুলির দাম কমছে সেগুলিকে বিক্রি করার মাধ্যমে একটি লাভজনক অনুপাত তৈরি করা।' পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, ইউনিয়ন অ্যাক্টিভ মোমেন্টাম ফান্ড ফ্যাক্টর বেসড বিনিয়োগে আমাদের এক নতুন অভিযান। এবং ভারতীয় ইকুইটি মার্কেটে একটি দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান করবে এই মোমেন্টাম ফান্ড।

পাকিস্তানে ভারতীয় মুদ্রার দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও দেশের মুদ্রার মূল্য অর্থনীতির প্রতিফলন। সাধারণত বিশ্বজুড়ে লেনদেনের জন্য ডলার ব্যবহার করা হয়। যে কোনও দেশের মুদ্রার মূল্য ইউএস ডলার (ইউএসডি) এর নিরিখে পরিমাপ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের মুদ্রার ঠিক কোথায় সেটা এক ঝলকে জেনে নেওয়া যাক।

কেউ যদি এক লাখ ভারতীয় টাকা নিয়ে পাকিস্তানে যান, তা হলে সেই টাকার মূল্য সেখানে ভারতীয় টাকা এক পয়সা কমে ডলার প্রতি ৮৪.৬৭ টাকায় পৌঁছেছে।

ডলারের নিরিখে মূল্য বিচার করলে পাকিস্তানি টাকার অবস্থা খুবই খারাপ। এক মার্কিন ডলারের মূল্য ২৭৮.৩৬ পাকিস্তানি টাকা। গত কয়েক বছরে ডলারের সাপেক্ষে পাকিস্তানি টাকার মূল্য ক্রমাগত পতন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা অনুযায়ী, পাকিস্তানে ভারতের এক টাকার মূল্য ৩.৩৩ টাকা। অর্থাৎ, যদি ভারতের এক টাকা পাকিস্তানি টাকায় রূপান্তরিত হয় তবে তা ৩.২৮ টাকা হবে।

অর্থাৎ, যদি কেউ ১ লাখ ভারতীয় টাকা নিয়ে পাকিস্তানে যায়, তা হলে তার মূল্য হবে ৩৩৩০৬৪.৬২ পাকিস্তানি টাকা। যদি একজন পাকিস্তানি তাঁর দেশ থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে ভারতে আসেন, তা হলে ভারতে সেই টাকার মূল্য হবে মাত্র ৩০ হাজার টাকার আশেপাশে।

এর কারণ, অর্থনৈতিক সংকটে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা গত কয়েক বছরে ক্রমশ খারাপ হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। পাকিস্তান কিছুতেই আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।